হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | বিংশ সংখ্যা

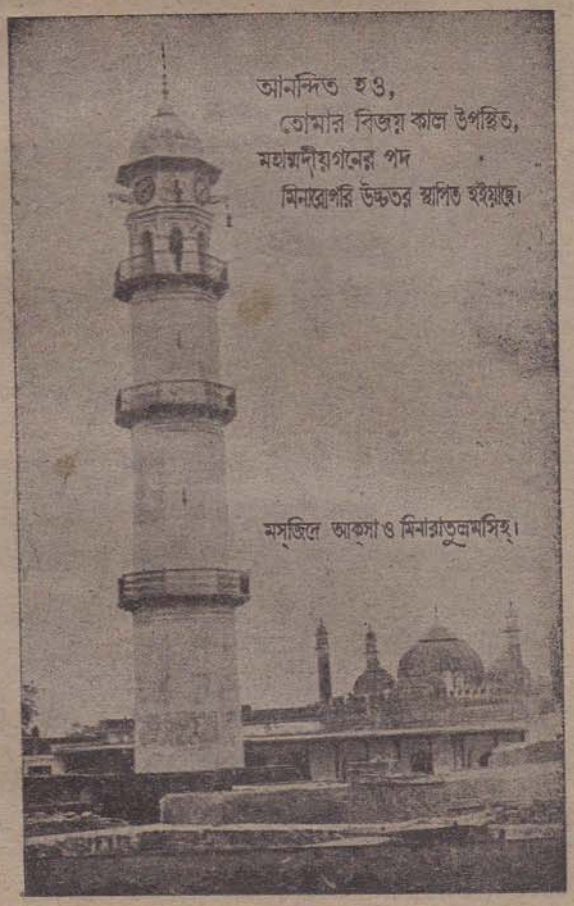

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধ সূচী

১। দোয়া ... ... ৪২৫ পৃঃ
২। হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) পয়গাম ৪২৬ ,,
৩। আহ্মদীয়া জমাত ও বর্ত্তমান যুদ্ধ ... ৪২৭—৩৬ ,,
৪। দুনিয়াতে এক নবী এল—দুনিয়া তারে মান্‌ল না (কবিতা) ... ৪৩৭ ,,
৫। সূরাহ জুমার ভবিষ্যদ্বাণী রসুল-করিমের পুনরাগমন ... ... ৪৩৮—৪২ ,,
৬। মোহাম্মদ রসুল (কবিতা) ... ৪৪৩ ,,
৭। হজরত মোহাম্মদ ... ... ৪৪৩—৪৪ ,,
৮। জগৎ আমাদের ... ... ৪৪৫—৪৮ ,,

রোজা ও ফেৎরা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, 'ফেৎরা' রোজার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। ফেৎরা আদায় না করিলে রোজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রোজাদার ও বে-রোজাদার, স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষ হইতেই 'ফেৎরা' আদায় করিতে হয়; এমন কি, সদ্য-জাত শিশুর পক্ষ হইতেও 'ফেৎরা' প্রদান করিতে হয়। প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি নিজের 'ফেৎরা' নিজেই দিবেন। পরিবারের উপার্জ্জন-অক্ষম ব্যক্তিগণের 'ফেৎরা' পরিবারের কর্ত্তা আদায় করিবেন। এই ফেৎরার হার জন-প্রতি এক বা অর্দ্ধ "صاع" ('সা') গম বা আটা নির্দ্ধারিত আছে। এক 'সা'-এর পরিমাণ আমাদের দুই সের চৌদ্দ ছটাক চারি তোলা, অর্থাৎ প্রায় তিন সের। এই তিন সের আটার মূল্য ঢাকার বর্ত্তমান বাজার-দর মতে (অর্থাৎ মণ-প্রতি ৫৲ দরে) মং ।৶০ ছয় আনা। আটার মূল্য যদি বাংলার সর্ব্বত্র এই-ই হয়, তবে সকলেই জন-প্রতি ।৶০ ছয় আনা বা একান্তই অক্ষম হইলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ ৶০ তিন আনা করিয়া দিবেন; নতুবা স্থানীয় বাজার-দর অনুযায়ী দিবেন। প্রত্যেক ভ্রাতা-ভগ্নি ও জমাত উপরোক্ত হার অনুযায়ী 'ফেৎরা' আদায় করিয়া সত্বর প্রাদেশিক আঞ্জোমন অফিসে প্রেরণ করিতে যত্নবান হউন। স্মরণ রাখিবেন, 'ফেৎরা' যত শীঘ্র আদায় করা যায় ততই অধিক 'সোয়াব'।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া

কাদিয়ান সালানা-জলসার চাঁদা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, কাদিয়ানের সালানা জলসার চাঁদা মাসিক আয়ের উপর শত করা ১৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। জলসা নিকটবর্ত্তী। জলসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি খরিদের জন্য এখনই টাকার একান্ত আবশ্যক। অতএব জমাতের বন্ধুগণ ও কর্ম্মকর্ত্তাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, সত্বর উপরুক্ত হার অনুযায়ী নিজ নিজ ব্যক্তিগত বা জমাতের চাঁদা প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে প্রেরণ করিয়া পুণ্যের ভাগী হউন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া

কাদিয়ানে

সার চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান কে, সি, এস, আই

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতা সার চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান, কে-সি-এস-আই, ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন-সচিব, সম্প্রতি ভারতের পক্ষ হইতে "ইম্পারিয়েল ওয়ার কাউন্সিলের" প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই উক্ত কাউন্সিলে যোগ-দানার্থ লণ্ডন গমন করিবেন। তিনি ১৭ই অক্টোবর প্রাতে দশ ঘটিকার সময় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানির (আইঃ) সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান আগমন করেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) সহিত সাক্ষাৎ করার পর অপরাহ্নে ৫ ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহার লণ্ডন গমন মোবারক করেন—আমীন।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নবম বর্ষ | ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৯ | বিংশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

'রোজা' খুলিবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ *
ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ
اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
اَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ —

বঙ্গানুবাদ—"আমি তোমারই উদ্দেশে 'রোজা' রাখিয়াছি এবং তোমারই প্রদত্ত 'রিজিক্' বা আহার্য্য ও পানীয় দ্বারা 'এফ্‌তার' (উপবাস ভঙ্গ) করিলাম। পিপাসা নিবৃত্ত হইল এবং ধমণী সজীব হইল এবং খোদা-চাহে-তো প্রতিদানও প্রাপ্য হইল। হে আল্লাহ্! আমি তোমার 'রহমত' (দোয়া ও করুণা) ভিক্ষা করি; তোমার 'রহমত' সর্ব্ব-ব্যাপী; তুমি আমার সকল দুর্ব্বলতা দূর কর এবং আমার দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা কর।"

"লায়লাতুল্-কদর" বা রমজানের বিশেষ মর্য্যাদা-বিশিষ্ট রাত্রির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ *

বঙ্গানুবাদ—"হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল ও ক্ষমা-প্রিয়, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

নূতন চন্দ্র-দর্শনে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ
وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ *

বঙ্গানুবাদ—"হে আল্লাহ্! এই চন্দ্র আমাদের জন্য 'আমন' (নিরাপত্তা) 'ইমান', শান্তি ও ধর্ম্মের উৎস হউক: হে চন্দ্র! তোমার এবং আমার 'রাব্' (শ্রষ্টা ও প্রতিপালন কর্ত্তা) আল্লাহ্।"

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) 'পয়গাম'

আহমদীয়া জমাতের প্রতি

আমি ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে এক পরামর্শ সভায় আমার এক স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছিলাম। তাহাতে এই নির্দ্দেশ ছিল যে, টেরিটরিয়েল ফোর্সে যোগদান আমাদের জমাতের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলকর। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতের জন্য ইহা জমাতের পক্ষে 'বা-বরকত' (কল্যাণ ও আশীষময়) হইবে; আরো জানাইয়াছেন যে, জমাত এ-বিষয়ে শৈথিল্য করিতেছে। অদ্য এই স্বপ্নের ফল প্রকাশ পাইতেছে, 'রিক্রুট' বা নূতন-ভর্ত্তির অভাবে "আহমদীয়া কম্পেনী" ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যেখানেই সম্ভব আহমদীগণ "মুস্তাকেল' ফৌজ-এ (Regular force-এ) ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে; এবং এই টেরিটরিয়েল ফৌজের প্রতি তাহাদের মনোযোগ কম। এত দীর্ঘ কাল পূর্ব্বে খোদাতালা কর্ত্তৃক এই বিষয় জানাইয়া দেওয়া মোমেনের ইমান বৃদ্ধির কারণ হওয়া উচিত এবং এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করা উচিত। অতএব এই 'ঘোষণা' দ্বারা আমি আহমদীয়া জমাতের সমস্ত আঞ্জোমন ও কর্ম্মকর্ত্তাগণকে এই উপদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা এই বিষয়টিকে একটি ধর্ম্মীয় কাজ মনে করিয়া যুবকগণকে এবিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করুন। প্রত্যেক স্থানের আঞ্জোমন অতি সত্বর এরূপ উপযুক্ত যুবকগণের লিষ্ট প্রেরণ করুন, যাহারা এই কাজের জন্য যোগ্য হইবে এবং যাহারা খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জ্জন ও আহমদীয়া জমাতের গৌরব-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ফৌজে ভর্ত্তি হইতে প্রস্তুত আছেন। এই কার্য্য দশ দিনের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া উচিত। যাঁহারা এই কার্য্যে আমার সহায়তা করেন, আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদের প্রতি 'ফজল' বা অনুগ্রহ বর্ষণ করিবেন।

মীরজা মামুদ আহমদ

উপরোল্লিখিত "পয়গামে" হজরত খলিফাতুল--মসিহ্‌ (আইঃ) সকল আহমদী যুবককে বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে হয় Regular Force-এ নতুবা Territorial Force-এ যোগ দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশবাসীকে এখনো Regular Force-এ ভর্ত্তি করিবার সম্বন্ধে কোন শেষ মীমাংসা সরকার বাহাদুর করেন নাই। গত যুদ্ধের সময় যেমন Bengal Regiment তৈয়ার করা হইয়াছিল এবারও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা না হইলেও অচিরেই Territoral Force-এ বঙ্গদেশবাসীকে ভর্ত্তি করা যাইবে। বাঙ্গালী আহ্‌মদী যুবকগণ এই ফৌজে ভর্ত্তি হইবার জন্য সত্বর দরখাস্ত করুন।

দরখাস্তকারিগণকে নিম্ন-লিখিত সর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে:—

(১) বয়স—১৭ হইতে ২২ বৎসর হওয়া চাই। (২) দৃষ্টি-শক্তি—ভাল হওয়া চাই (৩) লম্বা—অন্ততঃ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি হওয়া চাই। (৪) বক্ষ—শ্বাস ছাড়িয়া ৩২ ইঞ্চি এবং শ্বাস লইয়া ৩৪ ইঞ্চির কম না হয়। (শ্বাস লইলে বুক অন্ততঃ ২ ইঞ্চি বৃদ্ধি হওয়া চাই। (৫) স্বাস্থ্য—ভাল হওয়া চাই। (৬) ওজন—১২০ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক মণ আঠার সের হওয়া চাই।

নিম্ন-লিখিত দোষ যেন না থাকে, অর্থাৎ:—

১। দাঁড়ান অবস্থায় দুই হাটু পরস্পর লাগিয়া না যায়। ২। পায়ের তালু চেপটা না হয়। ৩। পায়ের পেশীর শিরা ভাসা ভাসা না হয়। ৪। মেরুদণ্ড বক্র না হয়।

Territorial Force-এ যাহারা থাকে তাহাদিগকে কেবল-মাত্র শিক্ষা-কালীন এবং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় বেতন দেওয়া হয় এবং যাতায়াত খরচও দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য সময় নয়। Regular Force-এ বার মাস বেতন দেওয়া হয়।

আহমদী যুবক যাহারা Regular Force বা Territorial Force-এ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন। তাহারা সত্বর নিজ নিজ দরখাস্ত আমার নিকট নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া।

আহমদীয়া জমাত ও বর্ত্তমান যুদ্ধ

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা কর

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি বিগত খোৎবায় যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করিতেছিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেই সময়ই যুদ্ধ ঘোষিত হইতেছিল, এবং যে বিপর্য্যয়ের আমরা আশঙ্কা করিতেছিলাম তাহা সেই সময় সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ বাধিলে আমাদের উপর যে সকল কর্ত্তব্য বর্ত্তিবে আমি জমাতকে তাহা সেই খোৎবায় বলিয়া দিয়াছিলাম। আজও আমি এই প্রসঙ্গেই আরো কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

সর্ব্ব-প্রথম আমি সেই লোকদের মনোভাব সংশোধন করিতে চাই যাহারা কতিপয় ব্রিটীশ প্রতিনিধির অতীতের অন্যায়াচরণের ফলে মনে কষ্ট বোধ করে এবং ইংরাজের সহিত সহযোগিতা করিতে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ অনুভব করে না। ইদানিং আমি এরূপ মনোবৃত্তির কতিপয় লোক সম্বন্ধে রিপোর্ট পাইয়াছি।

আমার মনে হয় ইহা শুধু তাহাদের অজ্ঞানতা, অনভিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাব বশতঃই হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ স্থানীয় ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ, বরং কিছুকাল যাবৎ পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণও আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা একান্তই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক ছিল। প্রকৃত কথা বরং এই যে, তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে আমাদের জমাতকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। তাহারা আমাদের জমাতের ধন, মান, ভূসম্পত্তি ও 'নেজাম' বা সংগঠনের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। আমাদের 'নেজাম' বা সংগঠনকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিভিন্নরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে,—কোথাও-বা আমাদের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কোথাও-বা আমাদের পবিত্র স্থান-সমূহ ছিনাইয়া নিবার জন্য শত্রুগণ সজোর চেষ্টা করিয়াছে এবং কোন কোন রাজকর্ম্মচারীও তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছে, কোথাও-বা আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশ করিবার জন্য তদবির অবলম্বন করা হইয়াছে এবং কতিপয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীও তাহাতে যোগদান করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আমাদের পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে এরূপ উৎপীড়ন করা হইয়াছে যে, এখানে পুনঃ পুনঃ ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, ছেলেপেলেদের সভায়ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এমন কি, জুমার নামাজের খোৎবায় বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের উপর পরিচালনা করা হইয়াছে যে, এখন যাহারা বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজের সহযোগিত করিতে পরাঙ্মুখ তাহাদের মনোভাব সংশোধন করিতে গিয়াও আমাকে এই সকল ঘটনার প্রতি কথা-প্রসঙ্গে ইসারা করিতে হইয়াছে।

আমার রক্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আমি মনে করি, প্রত্যেক খাটি আহমদী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত নিজেদের যুদ্ধ সেই কাল পর্য্যন্ত অবসান করিবেন না, যেপর্য্যন্ত-না যে সকল কর্ম্মচারী এই অনিষ্টের মূল ছিল, তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করা হয় এবং এই অনিষ্টের পথ বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কাদিয়ানকে ধর্ম্মীয় কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাঞ্জাবের দায়িত্বশীল রাজকর্ম্মচারিগণকে 'দেয়ানতদার' বা সৎ মনে করিতে পারে যদি তাহারা পোলেণ্ডের সাহায্যকল্পে তো পাঞ্জাবের মধ্যে জোশ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার জন্য বেদম বক্তৃতা করে এবং দুর্ব্বল ও নিঃসহায়ের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করে, কিন্তু তাহাদের চক্ষের সাম্‌নে ব্রিটিশ প্রজা-মণ্ডলীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজভক্ত প্রজা-শ্রেণীর উপর যখন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়

তখন তাহারা চুপ থাকে এবং এই সকল অত্যাচারের প্রমাণ পেশ করিতে নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অন্যায় কাজের সমর্থন করিবার জন্য হাজার হাজার উপায় অনুসন্ধান করে।

এই দুইটি বিষয়ের—অর্থাৎ, এক পক্ষে, 'দেয়ানতদার' বা বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী হওয়া ও অপর পক্ষে রাজভক্ত প্রজার উপর জুলম করা—এই দুইটি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করিতে পারি না যে, এরূপ কর্ম্মচারী মহামান্য ভারত সম্রাটের হিতাকাঙ্খী। আমার মতে, এরূপ ব্যক্তি মহামান্য সম্রাটের হিতাকাঙ্খী নহে, বরং স্বার্থান্বেষী, কেবল উপাধি বা প্রমোসন লাভের উদ্দেশ্যে রাজভক্তি প্রদর্শন করে। ইহারা কেবল আমাদের সহিতই 'বদ্-দেয়ানতী' বা অসদাচরণ করিতেছে না, বরং মহামান্য সম্রাট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিতও ইহাদের আচরণ কপটতা-মূলক। ইহারা ইংরাজই হউক, আর ভারতবাসীই হউক, ইহারা কেবল নিজ জাতিরই শত্রু নহে, বরং মানবতার শত্রু। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের শক্তি-বৃদ্ধি-কল্পে এরূপ অঙ্গের যথা-সম্ভব সত্বর দণ্ডবিধান করা উচিত।

কিন্তু এই সকল মনোভাব বা অনুভূতি সত্ত্বেও আমি সেই শিক্ষাই দিতে বাধ্য যাহা বিগত খোৎবায় বর্ণনা করিয়াছি এবং যে সকল যুবক এই শিক্ষার বিরুদ্ধে মতভেদ প্রকাশ করে তাহাদিগকে ভ্রান্ত এবং সিলসিলার শিক্ষার অবমাননাকারী বলিতে বাধ্য।

কোন গুরু কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মনোভাব যাহা মানুষকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিকে আকর্ষণ করিয়া নেয়, বিচার করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম উদ্দেশ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম অনুভূতি অনুযায়ী মীমাংসা করিয়া লয় এবং অপরাপর উদ্দেশ্য ও অনুভূতি সমূহকে উপেক্ষা করে। কখনো-বা ধর্ম্ম ও পার্থিব স্বার্থের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়; তখন ধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মের স্বার্থকে পার্থিব স্বার্থের উপর অগ্রগণ্য করিয়া নেয়। কখনো-বা সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন ধার্ম্মিক লোক সামাজিক স্বার্থকে কোরবান করিতে গিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে। কখনো-বা সভ্যতা ও পাশবিকতার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন সে সভ্যতার দাবী পূরণ করিতে গিয়া স্বীয় পাশবিকতাকে বলি দেয়।

আমি বিগত দুই কন্‌ফারেন্সে 'তামাদ্দুন' বা সভ্যতা-সামাজিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিয়াছি যে, 'তামদ্দুনের' অর্থ কখন কখন নিজ অধিকার ত্যাগ করাও বুঝায়। কোন ব্যক্তির বাস-গৃহ শত শত বৎসরের পুরাণো হয়। উহার সহিত তাহার বাপ-দাদার স্মৃতি জড়িত থাকে। উহার প্রত্যেক কোণ তাহার নিকট প্রিয় বোধ হয়। কোন কোণে তাহার পিতার স্মৃতি, কোন কোণে তাহার মাতার স্মৃতি, কোন কোণে তাহার পিতামহের স্মৃতি, কোন কোণে তাহার পিতামহীর স্মৃতি জড়িত থাকে। কিন্তু কোন সময় এই গৃহের উপর দিয়াই গবর্ণমেণ্টের রাস্তা প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয় এবং গবর্ণমেণ্ট উহা সে-স্থান হইতে সড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়। এরূপ সময় ব্যক্তিগত প্রেরণার বশীভূত হইয়া সেই ব্যক্তি হয়তো মনে করিতে পারে, "আমি 'কোরবান' (ধ্বংস) হইয়া যাইব, তবু আমার পিতা পিতামহের স্মৃতি বিনষ্ট হইতে দিব না"। কিন্তু এক জন 'মুতামাদ্দুন' বা সভ্য-সামাজিক মানব হিসাবে সেই ব্যক্তি বলিবে, "অবশ্য ইহা এক তিক্ত পানীয় আমাকে পান করিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে যদি আমার সহর বা দেশের উপকার হয় তবে অবশ্য আমি উহা কোরবান করিয়া দিব"।

কোন কোন যুবক এরূপ হয় যে, যুদ্ধ ঘোষিত হইবার দুই-এক দিন পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া স্ত্রী নিয়া ঘরে আসে, এরূপ সময় যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া জাতির খাতিরে যুদ্ধ করিতে চলিয়া যায়। তাহাদের ব্যাক্তিগত স্বার্থ তাহাদিগকে এক দিকে টানিতে থাকে এবং ধর্ম্মীয় ও জাতীয় স্বার্থ অপর দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। তাহাদের ব্যাক্তিগত স্বার্থ তাহাদিগকে বলে, "তোমাদের গৃহ-পরিবার কেন নষ্ট করিবে?" কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মীয় স্বার্থ বলে, "জাতির প্রয়োজন, ব্যাক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা বড়, তোমরা যুদ্ধে গেলে হয়তো দুই একটি নারী বিধবা হইবে, কিন্তু যদি যুদ্ধে না যাও এবং তোমাদের দেখাদেখি অপর লোকগণও ঘরে বসিয়া থাকে, তবে দুই একটি নয় সমস্ত দেশের স্ত্রীলোকগণই বিধবা হইবে।" সুতরাং তাহারা **ব্যাক্তিগত স্বার্থকে কোরবান করিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।**

কোন কোন সময় এক দিকে জাতীয় স্বার্থ থাকে এবং অপর দিকে 'আখলাকী' বা নৈতিক কর্ত্তব্য ও সত্যের আহ্বান থাকে। এরূপ সময় প্রত্যেক 'মুতামাদ্দুন' বা সুসভ্য ব্যক্তি **জাতীয় স্বার্থের অনুসরণ না করিয়া সত্য ও**

সুনীতির দাবীই রক্ষা করে। যথা ইসলামী শিক্ষানুযায়ী আমরা কোন গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া সেই গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহাচরণ করিতে পারি না। এই অবস্থায় যদি আমাদের চোখের সাম্‌নে আমাদের কৌমের প্রতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের জমাতের প্রতি জুল্‌ম করা হয়, তবু কোরানের শিক্ষানুযায়ী আমরা বিদ্রোহাচরণ করিতে পারি না। অবশ্য কোরান এই শিক্ষা দেয় যে, "যখন বিষয় সীমাতিক্রম করে, এবং তোমাদের পক্ষে তাহা অসহনীয় হয়, তখন সেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, কিন্তু তথাপি বিদ্রোহাচরণ করিও না।" এরূপ সময়ে 'মোমেনের' চুপ থাকা ভয় বশতঃ নয়; কারণ মোমেন তো নিজ প্রাণের কখনো পরওয়াই করে না। খোদা অনুমতি দিলে সে একাই সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে লড়িয়া প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু খোদাতা'লার 'তরফ' হইতে তাহার উপর যে-সকল কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে সেই কর্ত্তব্য তাহাকে তাহার এই 'জজ্‌বাত' বা প্রেরণাকে দমন করিতে আদেশ করে, তাই সে নিজ রক্ত পান করিয়া চুপ থাকে, তবু বিদ্রোহ বা ঝগড়ার পথ অবলম্বন করে না। তাহার এই কাজ ভীরুতা-প্রসূত নহে, বরং **মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিবার জন্য** তাহাকে এরূপ করিতে হয়।

আজ পর্য্যন্ত জগদ্বাসী কোন সাধারণ মোমেনকেও ভীত হইতে দেখে নাই। আর কোথায় সেই লোকগণ ভীত হইবে যাহাদের ইমান দৃঢ় এবং যাহারা স্বচক্ষে খোদাতা'লার 'আন্‌ওয়ার' বা জ্যোতি-সমূহকে আকাশ অবতীর্ণ হইতে দর্শন করিয়াছে? 'সাহাবা' বা হজরত রসুল-করীমের সহচরগণের কোরবানী তো পৃথক কথা, পতনের যুগের মোসলমানগণও যে-কোরবাণী করিয়াছে তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

স্পেনে মোসলমানদের যে-অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ইসলামের ইতিহাসে এক অন্ধকারতম যুগ। আমার বিশ্বাস, কোনও মোসলমান, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ইমান আছে, স্পেনের মোসলমানগণের খৃষ্টানদের সহিত শেষ যুদ্ধের কথা পাঠ করিয়া কিছুতেই ব্যথা-ক্লিষ্ট-হৃদয় ও অশ্রুপূর্ণ-লোচন না হইয়া পারে না! সে কখনো শান্ত মনে বা শুষ্ক লোচনে সেই সকল ঘটনা পাঠ করিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, এক সাধারণ স্তরের ইমান-ওয়ালা মোসলমানও যখন এই সকল ঘটনা পাঠ করে তখন তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অথবা প্লাবিত হয় এবং শরীর শিহরিয়া উঠে! **ইসলামের পতাকা উড্ডীনকারী সেই দেশ** যাহা ইউরোপে শত শত বৎসর ব্যাপিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল এবং ইসলামের গৌরব ও প্রতাপকে অতি দৃঢ়তার সহিত কায়েম রাখিয়াছিল, সেই দেশ হইতে যখন মোসলমানগণ বহির্গত হইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, যেন তাহারা কয়েক সপ্তাহ মধ্যে সেই দেশ হইতে বিছানাপত্র নিয়া চলিয়া যায়, নতুবা তাহাদের সকলকেই 'কাতল' বা নিহত করা হইবে। যে-দেশ ইসলামের শান্‌শৌকতকে বাগদাদ অপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে কায়েম রাখিয়াছিল, সে-দেশে আজ ইসলামের নাম-নেশানও নাই। অবশ্য কয়েকটি প্রাসাদ আছে যাহা আজও **ইসলামের অতীত যুগের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে।**

বস্তুতঃ সেই শেষ মুহূর্ত্তে—যখন স্পেনে ইসলামী গবর্ণমেণ্টের মাত্র একটি সহর বাকী ছিল এবং তাহাও চতুর্দ্দিকে শত্রুগণ বেষ্টন করিয়াছিল এবং খৃষ্টান বাদশাহ মোসলমান বাদশাহকে শেষ নোটিস দিয়াছিল যে, "হয়তো আমরা এই সহর জয় করিয়া তোমাদিগকে 'কাতল' (নিহত) করিয়া দিব, নতুবা তোমাদিগকে এই শেষ সুযোগ দিতেছি যে, তোমরা বিছানা-পত্র নিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও"—তখন এই 'আল্‌টিমেটাম' বা চূড়ান্ত শর্ত্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য **মোসলমানদের পরামর্শ সভা** বসিল এবং এই অবস্থাধীনে কি করা উচিত তৎসম্বন্ধে সদস্য-বর্গের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তখন যদি মোসলমানগণ মোমেন-উচিত সাহস নিয়া কাজ করিত এবং খৃষ্টান সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত তবে হয়তো তাহারা জয়ীই হইয়া যাইত। কারণ তাহারা এত দুর্ব্বল ছিল না যে, খৃষ্টান সৈন্যের 'মোকাবেলা' করিতে পারিত না। কিন্তু যেহেতু সকলেরই মনে এই প্রভাব পড়িয়া গিয়াছিল যে, ইসলামী গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে এক একটি করিয়া সব সহর চলিয়া গিয়াছে এবং মাত্র এই একটি সহরই বাকী আছে, অতএব এখন তাহাদের পক্ষে মোকাবেলা করিতে যাওয়া বৃথা। ফলতঃ এক এক জন করিয়া যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকগণের সাম্‌নে এই প্রশ্ন উথাপিত করা হইল তখন সকলেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, "উত্তর তো পরিষ্কারই, আমাদের মধ্যে এখন মোকাবেলা করিবার কোন ক্ষমতা নাই"।

বড় বড় নেতৃ-স্থানীয় লোকগণ যখন এই জওয়াব দিতেছিল, তখন এক জন যুবক সৈনিক কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,

"আমার মতে আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া খৃষ্টানদের 'মোকাবেলা' করা উচিত; আমরা যদি এই যুদ্ধে মারা যাই তবে 'শহীদ' হইয়া যাইব, আর জয়ী হইলে জগতে স-সম্মানে জীবন যাপন করিতে পারিব।"

সকল সভাসদগণ এই যুবকের উক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "তুমি এসব কি বলিতেছ? আমাদের মনে কি তেজ নাই? আমাদের হৃদয়ে কি ইমান নাই? আমাদের মনেও তেজ ও ইমান আছে। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এখন লড়াই করিবার ক্ষমতা নাই"।

সকল সভাসদ ও সকল বালক-বৃদ্ধ যখন এই উত্তর দিল, তখন সেই যুবক কোষ হইতে তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া এই বলিতে বলিতে সভা হইতে চলিয়া গেল,—"আপনারা যদি এই অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়া থাকেন, তবে তাহা আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু **আমার ইসলামী আত্ম-মর্য্যাদা--বোধ আমাকে ইহা সহ্য করিতে অনুমতি দেয় না**"।

তখন এক লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য সেই সহর পরিবেষ্টন করিয়া আছিল। সেই যুবক সোজাসোজি খৃষ্টান সৈন্যদলের দিকে ধাবিত হইয়া একাই শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল। কিন্তু তাহার শরীরই মাত্র মারা গিয়ছিল, তাহার আত্মা মারা যায়া নাই? তাহার আত্মা আজও আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে সজীব আছে। আজও কোন মোসলমান যখন ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ হইতে এই ঘটনাটি পাঠ করিবে, তখন তাহার হৃদয় হইতে সেই যুবকের জন্য স্বতঃই 'দোয়া' বাহির হইবে এবং বলিবে, "স্পেনে এই যুবকই শেষ মোসলমান ছিল।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খোদাতা'লা যখন ইসলামকে নব-জীবন দান করিয়াছেন, তখন এই নব-যুগে পুনরায় এরূপ আত্মার লোক প্রকাশিত হইবে এবং **স্পেন পুনরায় মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পতাকাতলে আসিবে এবং এবার এমন ভাবে আসিবে যে, পুনরায় হস্তচ্যুত হইতে পারিবে না।**

বস্তুতঃ মোমেন কখনো ভীরু হয় না। আমরা যদি পূর্ব্বে অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকি তবে তাহা এই জন্য নয় যে, আমরা প্রাণ দিতে জানি না। যদি খোদার আইন আমাদিগকে অনুমতি দিত তবে আমরা কাদিয়ান এবং উহার পবিত্র স্থান সমূহের হেফাজতের জন্য সানন্দে প্রাণ দিতাম এবং কখনো এই বিশ্বাস-ঘাতক রাজকর্ম্মচারীগণের অত্যাচার সহ্য করিতাম না—যাহারা কেবল আমাদেরই নয় বরং গবর্ণমেণ্টেরও শত্রু। কিন্তু খোদাতা'লার আদেশ আমাদিগকে চুপ রাখিয়াছে। খোদাতা'লা আমাদিগকে তাঁহার এ বিধান মানিয়া চলিতে আদেশ করিয়াছেন, তাই আমরা তাঁহার বিধান মানিয়া চলিয়াছি। বস্তুতঃ এইরূপ কোন কোন সময়ও উপস্থিত হয় যখন জাতীয় মর্য্যাদা-বোধ বলে "কোরবান হইয়া যাও", কিন্তু খোদা বলেন, "না, চুপ থাক।"

হুদায়বিয়া সন্ধি ও রসুল করীম

হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা কি আশ্চর্য্য দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করে! রসুল করীম (সাঃ) সন্ধির মজলিসে উপবিষ্ট এবং কাফেরগণ সন্ধির শর্ত্ত পেশ করিতে থাকে। সাহাবাগণ (রাঃ) মনে এক আগুন নিয়া বসিয়াছিলেন এবং বিশ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি যে অমানুষিক উৎপীড়ন করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ নিবার জন্য জলিতেছিলেন; তাঁহারা তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) কাফেরদের কথাই শ্রবণ করিলেন এবং তাহাদের পক্ষ হইতে যখন সন্ধির প্রস্তাব পেশ হইল তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া গেলেন। কাফেরগণ এই শর্ত্ত পেশ করিল যে, এবৎসর মোসলমানগণ 'ওমরা' (হজের একটি অনুষ্ঠান) করিতে পারিবে না, রসুল করীম (সাঃ) তাহাতেই রাজী হইয়া গেলেন। তাহারা দ্বিতীয় শর্ত্ত এই পেশ করিল যে, আগামী বৎসর, 'ওমরা' করিতে আসিলে মোসলমানগণ তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবে না, রসুল করীম (সাঃ) এই শর্ত্তও স্বীকার করিয়া নিলেন। পুনরায় তাহারা অপর এক শর্ত্ত পেশ করিল যে, মোসলমানগণ অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। রসুল-করীম (সাঃ) তাহাতেও রাজী হইয়া গেলেন। সন্ধির শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইতেছিল এবং সাহাবাগণ (রাঃ) ভিতরে ভিতরে জলিতেছিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিতেন না।

হজরত আলীকে (রাঃ) 'সুলেহ-নামা' বা সন্ধি-পত্র লিখিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি এই চুক্তি-পত্র লিখিতে গিয়া এইরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন—"এই চুক্তি-পত্র একপক্ষে "মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ও তাঁহার সঙ্গিগণ এবং অপর পক্ষে মক্কার অমুক অমুক সম্ভ্রান্ত লোকগণ ও মক্কাবাসিগণের মধ্যে সম্পাদিত হইল।"

ইহাতে কাফেরগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা বলিল, "আমরা এই শব্দগুলি সহ্য করিতে পারি না, কারণ আমরা মোহাম্মদকে (সাঃ) রসুল বলিয়া স্বীকার করি না, যদি স্বীকার করিতাম তবে লড়াইয়ের আবশ্যক হইত না। আমরা তাঁহার সঙ্গে মোহাম্মদ-বিন-আবদুল্লাহ্‌ হিসাবে সন্ধি করিতেছি, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ হিসাবে করিতেছি না। অতএব এই সকল শব্দ এই চুক্তি-পত্রে লিখিত হইতে পারে না।"

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণের (রাঃ) উত্তেজনার সীমা রহিল না এবং তাঁহারা রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এখন খোদাতা'লা এক সুযোগ দিয়াছেন, রসুল করীম (সাঃ) কাফেরদের এই কথা মানিবেন না এবং তাঁহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের বিষ উদগার করিতে পারিবেন। কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "ইহারা ঠিকই বলিতেছে, চুক্তি পত্র হইতে 'রসুলুল্লাহ্‌' শব্দটি কাটিয়া দেওয়া উচিত। হে আলী! তুমি এই শব্দটি কাটিয়া দাও।" কিন্তু হজরত আলীর (রাঃ) ন্যায় একান্ত অনুগত ও বাধ্য ব্যক্তির হৃদয়ও কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষে জল আসিল ও তিনি বলিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ্‌! আমি এই শব্দ কাঁটিতে পারি না।" তখন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "লও আমার নিকট কাগজ দাও"—এই বলিয়া কাগজ হাতে লইয়া নিজ হাতে এই শব্দটি কাটিয়া দিলেন।

তোমরা অনুমান করিতে পার এই দৃশ্য সাহাবাগণের (রাঃ) ধৈর্য্যের কত বড় পরীক্ষা ছিল! কিন্তু তাঁহারা এই কষ্ট বরণ করিলেন; তাঁহারা জাতীয় আত্ম-মর্য্যাদা কোরবান করিলেন এবং এই কথা প্রমাণ করিলেন যে, **মোসলমানের জীবন সব দিক দিয়া খোদার জন্যই হয়।**

আমরা কোরান-শরীফে খোদাতা'লার সহিত হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) বাক্যালাপ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু উহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করি না। কোরান করীমে এই বিষয়টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে "اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين"। অর্থাৎ খোদা ইব্রাহীমকে বলিলেন, 'اسلم' এবং তিনি উত্তর করিলেন, "اسلمت لرب العلمين"।

এস্থলে 'اسلم' শব্দের অর্থ মোসলমান হওয়া নয়। কারণ এই অর্থে ইহার তাৎপর্য্য এই হইবে যে, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) নবী হইয়াছিলেন প্রথম এবং মোসলমান হইয়াছিলেন পরে। অথচ সাধারণ অবস্থায় ইসলাম-গ্রহণ অতি সামান্য কথা। ইসলাম—গ্রহণের পর উন্নতির আরো বহু স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ মানুষ 'সালেহ' (সৎকর্ম্মশীল) হয়, তৎপর 'শহীদ' (খোদার পথে প্রাণ উৎসর্গকারী) হয়, তৎপর 'সিদ্দীক' (খোদার একনিষ্ঠ সেবক) হয় এবং তৎপর যাইয়া নবী হন। আবার এই 'শহীদ', 'সালেহ', 'সিদ্দীক' এবং 'নবীরও' অনেক স্তর আছে। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) শুধু নবীই ছিলেন না বরং তিনি 'আবুল-আম্বিয়া" বা নবীগণের পিতা ছিলেন। অথচ খোদাতা'লা তাঁহাকে বলেন, "اسلم" এবং তিনি বলেন "اسلمت لرب العلمين"; অতএব এখানে 'اسلم' শব্দের অর্থ মোসলমান হওয়া নয়, বরং ইহার অর্থ 'কামেল-ফরমাবরদার' বা পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন আনুগত্যশীল হওয়া। অর্থাৎ খোদাতা'লা হজরত ইব্রাহীমকে (সাঃ) বলিলেন, "হে ইব্রাহীম, তুমি আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া যাও" এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, 'আমি হইলাম'।

এই 'اسلم' শব্দের মর্ম্মানুযায়ী স্তর তখনই লাভ হয় যখন মানুষের 'নফ্‌স' বা অন্তরের সকল 'জজ্‌বাত' বা অনুভূতি খোদার জন্য 'কোরবান' হইয়া যায়, তাহার অন্তর হইতে আর কোন আওয়াজ উঠে না, সকল আওয়াজ উঠা নিবারণ হইয়া যায় এবং মানুষ তাহার প্রভুর পূর্ণ অনুগত হইয়া যায়।

এই স্তর কোন সাধারণ স্তর নহে। এই স্তর সম্বন্ধেই রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই একটি শয়তান (কুপ্রবৃত্তি) থাকে, এবং আমার ভিতরেও সেই শয়তান আছে কিন্তু আমার শয়তান মোসলমান হইয়া গিয়াছে। অতএব "اسلمت لرب العلمين" এর প্রকৃত অর্থ এই যে, "আমার ভিতরের শয়তান মোসলমান হইয়া গিয়াছে এবং সেই 'রুহ্‌' বা স্পৃহাও অন্তর্হিত হইয়াছে যাহা দুঃখ-বিপদে বা আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিলে প্রতিবাদ করিতে চায় এবং ঐশী-বিধানের বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে এক প্রকার প্রতিবাদ করিয়া যায়। সেই প্রতিবাদের প্রবৃত্তি এখন বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং এখন তাহা পূর্ণরূপে মোসলমান হইয়া গিয়াছে"।

এই 'স্পৃহ' বা প্রতিবাদেচ্ছা সম্বন্ধেই একদা রসুল করীম (সাঃ) সাহাবাগণকে (রাঃ) সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদিগকে অনেক আদেশ করিয়াছি, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে অতি নিষ্ঠাবান লোকগণের মধ্যেও প্রতিবাদেচ্ছা পাইয়াছি, কিন্তু আবুবকরের (রাঃ) মধ্যে এই প্রবৃত্তি কখনো দেখি নাই"।

বস্তুতঃ হুদায়বিয়া সন্ধির সময় হজরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় মহাপুরুষও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হজরত আবুবকরের

(রাঃ) নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের সঙ্গে কি খোদাতা'লার এই ওয়াদা ছিল না যে, আমরা 'ওমরা' (হজ্জব্রতের একটি অনুষ্ঠান) করিব ?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছিল"। পুনরায় হজরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সঙ্গে কি খোদাতা'লার এই ওয়াদা ছিল না যে, তিনি আমাদিগকে সাহায্য ও সহায়তা করিবেন ?" হজরত আবুবকর (রাঃ) উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছিল"। অতঃপর হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "তবে কি আমরা 'ওমরা' করিয়াছি ?" হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, "ওমর ! খোদাতা'লা কখন একথা বলিয়াছিলেন যে, আমরা এবৎসরই ওমরা করিব ?" অতঃপর হজরত ওমর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি বিজয় ও সাহায্য লাভ করিয়াছি ?" তদুত্তরে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, "খোদা এবং তাঁহার রসুল বিজয় ও সাহায্যের অর্থ আমাদের চেয়ে অনেক অধিক জানেন"।

কিন্তু হজরত ওমর (রাঃ) এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না এবং তিনি অস্থির অবস্থায়ই হজরত রসুল করীমের (সাঃ) নিকট গমন করিলেন এবং নিবেদন করিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ্‌ ! আমাদের সহিত কি খোদাতা'লার এই ওয়াদা ছিল না যে, আমরা 'তাওয়াফ' করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিব ?" হুজুর (সাঃ) উত্তর করিলেন, "হাঁ"। পুনরায় হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি খোদাতা'লার জমাত নই, আমাদের সঙ্গে কি খোদাতা'লার বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল না ?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "হাঁ, ছিল"। তখন হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইয়া রসুলুল্লাহ্‌ ! আমরা কি ওমরা করিয়াছি ?" হুজুর ফরমাইলেন, "খোদাতা'লা কখন বলিয়াছিলেন যে, আমরা এ বৎসরই ওমরা করিব ? ইহা তো মাত্র আমার ধারণা ছিল যে, 'এই বৎসরই 'ওমরা' হইবে। খোদাতা'লা তো কোন সময় নির্দ্দেশ করেন নাই।" তখন হজরত ওমর বলিলেন, "তবে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কি অর্থ হইল ?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "খোদার সাহায্য নিশ্চয়ই আসিবে এবং তিনি যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। অর্থাৎ, হজরত আবুবকর (রাঃ) যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই উত্তরই রসুল করীমও (সাঃ) দিলেন।

অতএব আমাদের এই বিষয়ে কেবল যদি 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদার প্রশ্ন হইত তবে অন্যান্যের ন্যায় আমারও আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ আছে, বরং আমি যেহেতু আমাদের প্রতি অনুষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের যাবতীয় অন্যায়াচরণের কথা অবগত আছি সে-জন্য আমার হৃদয়ে অন্যের তুলনায় অধিক 'গয়রত' সৃষ্টি হয়। কিন্তু খোদাতা'লার বিধান ও ইচ্ছা এই যাবতীয় বিষয়ের উর্দ্ধে। অনেক সময় কোন জিনিষ আপাতঃ-দৃষ্টিতে খারাপ বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে ভাল হয়। অনেক সময় মানুষ আইনের আনুগত্যকে কষ্টকর বোধ করে, কিন্তু সফলতা লাভের জন্য এই আনুগত্য একান্ত আবশ্যকীয়।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, "তোমরা যে গবর্ণমেণ্টেরই অধীন থাক উহার বিদ্রোহাচরণ করিও না, এবং কখনও উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে প্রয়াস পাইও না।"

বাহ্যতঃ এই নীতিটি দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কোন সময়-বিশেষে এই নীতি কার্য্যে পরিণতঃ করা অতি কষ্টকর বোধ হইলেও জগতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই নীতিই শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। কখন কখন এরূপও হয় যে, কোন জাতির এক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু খোদাতা'লা সেই জাতির ভিতরই কোন মঙ্গল নিহিত রাখেন। তখন প্রবৃত্তি তো ইহাই বলিবে যে, সমস্ত জাতিটাকেই নিন্দা করা উচিত, কিন্তু 'আলেমুল-গায়েব' (অদৃশ্য-জ্ঞ) খোদা জানেন, পরিণামে কোন বিষয়টি মঙ্গলকর।

আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টাধীনে সৃষ্টি করিয়াছেন, **খোদাতা'লার এই কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, এই গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিয়া এবং ইহার আইনের অনুবর্ত্তীতা করিয়াই হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জমাত উন্নতি করিবে।**

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) অপর এক স্থলে বলিয়াছেন যে, এরূপ এক সময় আসিবে যখন ইংরাজ ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন, ইহা এক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে। সেই সময় আমি জীবিত থাকিব কি-না জানি না, অতএব **আমি দোয়া করি, যেন খোদাতা'লা এই গবর্ণমেণ্টকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার শত্রুগণকে পরাজিত ও অপদস্থ করেন, যেন এই গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছে তাহার প্রতিদান প্রাপ্ত হয়।**

অসম্ভব নয় যে, **এই ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিতই সংশ্লিষ্ট।** কারণ এই যুদ্ধেই ইংরাজ ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা বিদ্যমান। পূর্ব্বকার যুদ্ধে প্রথম হইতেই রুশিয়া ইংরাজের পক্ষে ছিল, কিন্তু **এই যুদ্ধে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে রুশিয়া ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে।** যদি তাহাই হয় তবে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এই দোয়ার কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জয় ইংরাজেরই হইবে। আজ ইংরাজের বিজয় সম্বন্ধে আমার একীন বা দৃঢ়-বিশ্বাস নাই, যেমন দৃঢ়-বিশ্বাস রুশিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিলে হইবে। কারণ তখন এই দোয়ার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, **জয় ইংরাজেরই হইবে।** অবশ্য পার্থিব দিক দিয়া শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে বিজয়ের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, কিন্তু খোদাতা'লার বিধান যেখানে সংশ্লিষ্ট হয় সেখানে শক্তি অনুযায়ী মীমাংসা হয় না, বরং খোদাতা'লার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মীমাংসা হইয়া থাকে।

অতএব রুশিয়া যদি জার্ম্মানীর পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করে তবে সে-দিন হইতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে, বিজয় ইংরাজেরই হইবে। কারণ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাহাদের বিজয়ের জন্য দোয়া করিয়াছেন।

অতএব বন্ধুগণকে এক কথা আমি এই বলিতে চাই যে, অবশ্য আমাদের সিলসিলাকে মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতিপয় প্রতিনিধি বহু কিছু করিয়াছে এবং এখনো করিতেছি এবং পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টও কোন কোন বিষয়ে মধ্যে আসিয়া লাফালাফি করিয়াছে, এখনো আমাদের জন্য শান্তি নাই, এখনো আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ আমাদিগ হইতে ছিনাইয়া নিবার জন্য নানা-প্রকার তদবির করা হইতেছে, কিন্তু আমরা খোদা ও তাঁহার রসুলের আদেশ উপেক্ষা করিতে পারি না এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহও উপেক্ষা করিতে পারি না যাহা আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এমন **এক সময়ও আসিবে যখন ইংরাজ জাতির এক অংশের সহিত আমাদের লড়িতে হইবে,** কিন্তু আমাদের লড়াই জড় যন্ত্রের সাহায্যে হইবে না, বরং এরূপ ভাবেই হইবে যেমন আজকাল আহরারদের সঙ্গে হইতেছে। কারণ, ইংরাজ জাতির এক অংশ যখন অনুভব করিবে যে, ইংরাজগণ আহমদীয়া সম্প্রদায়ে যোগদান করিতেছে, তখন তাহারা আমাদের সহিত ফাসাদ করিতে প্রস্তুত হইবে এবং তখন তাহাদের 'মোকাবেলা' করা আমাদের 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু সেই কাল এখনো দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমান কাল-সংক্রান্ত যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে তাহাতে ইহাই বোধ হয় যে, ইংরাজদের সহিত আমাদের সহিযোগিতা করিতে হইবে এবং তাহাদের আইন আহমদীয়তের প্রসারের জন্য অনুকুল হইবে। যেখানেই তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানেই আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে আহমদীয়তের প্রচারের পথ উন্মুক্ত হইবে। কার্য্যতঃ এই ঘটনা হইতে ইহার প্রমাণও পাওয়া যায় যে, ভারতের বাহিরে যে যে দেশে ইংরাজের রাজত্ব নাই সেই সকল দেশে প্রচার করিতে গেলে আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবশ্য আরো কতিপয় দেশ আছে যেখানে আমরা নিরাপদে প্রচার করিতে পারি। কিন্তু তাহা সংখ্যায় খুব কম। অধিকাংশ দেশেই তবলীগে বাধা প্রদান করা হয়। ঈদৃশ অবস্থায় ইংরাজের সহযোগিতা না করিলে, ইহার অর্থ এই হইবে যে, যেখানে আমাদের তবলীগের পথ উন্মুক্ত আছে সেখানেও আহমদীয়তের উন্নতির পথ বন্ধ হইবে। এক দিক দিয়া আমাদের 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদা নষ্ট হয় অপর দিক দিয়া তবলীগের পথ বন্ধ হয়। এরূপ অবস্থায় কোন্ আহ্‌মদী একথা বলিবে যে, তবলীগ অবশ্য বন্ধ হউক, কিন্তু তবু আমাদের আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত না লাগুক। কেহ যদি একথা বলে তবে তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই সন্দেহ জন্মিবে যে, সে আহমদীই নহে, বরং আহমদীয়তের শত্রু।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা নিজ রক্ত পান করিব, নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করিব এবং যাহাতে খোদাতা'লার গৌরব রক্ষা হয় তাহাই করিয়া বলিব, "আমরা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের জন্য যেমন অপরাপর কোরবানী করিয়াছি তেমনি আমরা খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জ্জনের জন্য নিজেদের জাতীয়-মর্য্যাদানুভূতিরও কোরবান করিয়াছি।" এই কোরবানী সাধারণ কোরবানী নয়, খোদাতা'লার নিকট এই কোরবানীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কেননা 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদার অনুভূতিকে কোরবান করা সাধারণ ব্যাপার নহে।

অতএব আমি জমাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ইচ্ছা, তাঁহার লিখা ও তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করুক। যতক্ষণ কতিপয় স্থানীয় কর্ম্ম-

চারীদের প্রশ্ন ছিল ততক্ষণ ব্যাপার অন্যরূপ ছিল এবং এখন ব্যাপার অন্যরূপ। কতিপয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া আমরা আমাদের তবলীগের পথ বন্ধ করি নাই, বরং দুষ্টের সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এখন ব্যাপার দুই একজন কর্ম্মচারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং **এখন সমস্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিপদাপন্ন; এখন আমরা দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরাজয় হওয়ার** এবং ইহার অধীনস্থ স্থান অন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ার এবং **এইরূপে আমাদের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার** এবং আমাদের তবলীগের পথেবাধা প্রাপ্ত হওয়ার খুবই সম্ভবনা। অতএব এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত এবং অজ্ঞতা ও ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত।

কোন কোন অজ্ঞ যুবক বলিয়া থাকে, "আপনি আহরারগণের ফেত্‌নার সময় এক কথা বলিয়াছিলেন, এখন আর এক কথা বলিতেছেন।" তাহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, তৎকালে কেবল কতিপয় স্থানীয় কর্ম্মচারীর প্রশ্ন ছিল, এবং এখন সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্ন। দুনিয়ার এই নিয়ম যে, প্রত্যেক বড় জিনিষের জন্য ছোট জিনিষ কোরবান করা হয়। কিন্তু যদি কোন শিশু প্রদীপে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে চায় তখন তাহার অঙ্গুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা তাহাকে তিরস্কার করিয়া এরূপ কার্য্য হইতে প্রনিনিবৃত্ত করিব। কিন্তু যদি তাহার অঙ্গুলিতে 'কেন্‌সার' হইয়া যায় তবে তাহার প্রাণ রক্ষার্থ আমরা সেই অঙ্গুলি কেন, সমস্ত হাত কাটিয়া দিতে প্রস্তুত হইব। এইরূপে এখন যদি যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ পুনরায় আমাদিগকে বিরক্ত করে তবে আমি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কথাই বলিব; এবং আবার যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিপদাপন্ন হয়, তবে আমি পুনরায় এখনকার ন্যায় কথাই বলিব।

মোমেন চিন্তা করিয়া কাজ করে। তাহার প্রত্যেক কাজেই 'হেকমত' বা সুবিবেচনা ও সৎ উদ্দেশ্য থাকে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্য-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হইবে। যখন ইসলাম ও অন্‌-ইসলামের 'মোকাবেলা' বা প্রতিদ্বন্দিতা হইবে তখন আমরা ইসলামকে অগ্রগণ্য করিব। যখন আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ ও ইসলামের বিধানের পরস্পর মোকাবেলা হইবে তখন আমরা ইসলামের বিধানকে অগ্রগণ্য করিব। যখন আমাদের 'জজবাত' (অনুভতি) ও অন্যের জজ্‌বাতের মোকাবেলা হইবে, তখন আমাদের 'জজবাত' ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের জজবাতকে অগ্রগণ্য করিব এবং অন্যের 'জজ্‌বাত' ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যের জজ্‌বাতকেই অগ্রগণ্য করিব।

মোটকথা, যে-বিষয়ে খোদাতালা প্রীত হন মোমেন তাহাই অবলম্বন করে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিতেন, "মোমেন তো খোদার বান্দা হইয়া থাকে, অন্য কাহারো সে ধার ধারে না। মানুষের ভৃত্যই যখন প্রভুর কথা ছাড়া আর কাহারো কথা মানে না, তখন মোমেন খোদার ভৃত্য হইয়া অন্যের কথা কেমন করিয়া শুনিবে?" এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিতেন, "একরাজা ছিলেন। তিনি একদা বেগুণ-ভর্ত্তা খাইলেন এবং তাহা তাঁহার নিকট বড়ই সুস্বাদু বোধ হইল। দরবারে বসিয়া অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, 'ইতিপূর্ব্বে বেগুনের প্রতি আমার খেয়ালই যায় নাই, ইহা তো বড়ই সুস্বাদু জিনিষ। আমি ইহার ভর্ত্তা খাইয়াছি এবং আমার নিকট বড়ই ভাল বোধ হইয়াছে।' রাজার এই কথা শুনিয়া এক দরবারী দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হুজুর, বেগুনের কথা আর কি বলিব, অমুক ডাক্তার ইহার এই উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন, অমুক ডাক্তার ইহার ঐ উপকারিতা বর্ণ-না করিয়াছেন।' বস্তুতঃ সব জিনিষেরই কিছু কিছু উপকারিতা এবং অপকারিতা আছে। বেগুণেরও ডাক্তারগণ কতিপয় উপকারিতা ও অপকারিতা লিখিয়াছেন। দরবারীর যেহেতু রাজাকে সমর্থন করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি শুধু ইহার উপকারিতাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'ইহার এই গুণ' 'ইহার সেই গুণ' এবং আরো বলিলেন, 'হুজুর ইহার বাহ্যিক আকৃতিটাই একটু দর্শন করুন, যেন এক জন সুফী নির্জ্জন কোণে বসিয়া আল্লাহ্‌তালার "এবাদত" করিতেছে' (সুফিগণ সাধারণতঃ সবুজ পাগরী ও জুব্বা পরিধান করিতেন)।

রাজা কয়েক দিন খুব করিয়া বেগুণ খাইলেন, ফলে অর্শ রোগাক্রান্ত হইলেন। তাই আর এক দিন দরবারে বেগুনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, বেগুণ খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইহা বড়ই খারাপ জিনিষ, ইহা খাইয়া আমার অর্শ রোগ হইয়া গিয়াছে।' রাজার এই কথা শুনিবা মাত্রই সেই সভাসদ বলিলেন, "হুজুর! বাস্তবিকই বেগুন বড়ই খারাপ জিনিষ। বিভিন্ন ডাক্তার ইহার বিভিন্ন অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহার আকৃতির দিকেই একটু লক্ষ্য করিয়া দেখুন, কেমন 'মন্‌হুস্‌' (বিশ্রী) দেখায়, যেন একটি চোর মুখ-তাহ

কাল করিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। তাহার এই কথা শুনিয়া তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, 'অল্প দিন পূর্ব্বে আপনি ইহার এত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং আজই ইহার এত নিন্দা করিতেছেন?" তখন তিনি উত্তর করিলেন 'আমি তো রাজার চাকর, বেগুণের চাকর নই'।

বস্তুতঃ মানুষের চাকরী করিতে গিয়াও কেহ কেহ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, অথচ মানুষের মধ্যে কত দোষত্রুটি রহিয়াছে—কখনো-বা মিথ্যা আশা দেয়, কখনো-বা অতি রঞ্জিত কথা বলে, কখনো বা ভ্রান্ত পথে নিয়া চলে। পক্ষান্তরে "খোদার আনুগত্যে কেবল 'ফায়দাই ফায়দা'; তিনি এমন কোন আদেশই দেন না যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু লোক তাঁহার আনুগত্যে ততটুকু গুরুত্ব দেয় না যতটুকু গুরুত্ব পার্থিব মানবের আনুগত্যে দিয়া থাকে। অথচ একমাত্র খোদাই এরূপ অস্তিত্ব যাঁহার আনুগত্যে কখনো কাহারো কোনরূপ কুণ্ঠা প্রকাশ করা উচিত নহে। তিনি মিথ্যাও বলেন না, বিপথেও চলেন না, ভুলও করেন না। অতএব খোদার বেলায় যদি মানুষ উপরুক্ত দরবারীর ন্যায় আনুগত্য প্রদর্শন করে, তবে নিশ্চয়ই সে 'হেদায়ত' বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে। তোমরা নিজেরাই একবার ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি একথা বলে যে, কোরাণ যাহা বলে তাহাই করিবে, সে কেমন করিয়া 'গোমরাহ্' বা অকৃতকার্য্য হইতে পারে?

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সময়ে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হাজী ছিলেন, দশ-বার বার হজ করিয়াছিলেন। তিনি হজরত মসিহ মাউদেরও (আঃ) বন্ধু ছিলেন এবং মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেবেরও বন্ধু ছিলেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) হজরত ইসার (আঃ) মৃত্যু এবং স্বীয় মসিহ হওয়ার দাবী ঘোষণা করিলে এক মহা হুল স্থূল পড়িয়া যায়। তখন মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী লাহোর যাইয়া হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়ালকে (রাঃ) চেলেঞ্জ দিলেন যে, 'ওফাতে মসিহ' সম্বন্ধে 'বহস' (তর্ক) হইবে এবং হাদিস হইতে দলীল পেশ করা হইবে। হজরত খলিফাতুল-মসিহ (রাঃ) বলিলেন, 'হাদীস আমাদের 'হাকেম' নয়, বরং কোরান আমাদের হাকেম। অতএব কোরান হইতেই দলীল পেশ করা উচিত'। এই নিয়া উভয়ের মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত তর্ক-বিতর্ক চলিল এবং উপরুক্ত হাজী সাহেব যেহেতু উভয়েরই বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) কোরান-বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই, মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী হয়তো কোন কথা বুঝিতে ভুল করিয়া ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছেন। তাই তিনি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শুনিলাম আপনি নাকি বলেন যে, হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন"। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) উত্তর করিলেন, 'হাঁ'। তখন তিনি বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি কোরান বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই, এবং মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী আপনাকে বুঝিতে ভুল করিয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; এখন দেখিতেছি, বাস্তবিকই আপনি কোরান-বিরুদ্ধ 'আকীদা' (ধর্ম্ম-মত) পোষণ করিতেছেন।" হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "কোরান-বিরুদ্ধ কোন 'আকীদা' নয়, বরং সম্পূর্ণ কোরান-সম্মত আকীদা"। তিনি বলিলেন, "যদি কোরান হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইসা (আঃ) জীবিত আছেন, তবে কি আপনি আপনার 'আকীদা' পরিত্যাগ করিবেন?" হুজুর বলিলেন, "কেন করিব না, যদি কোরান হইতে হজরত ইসার (আঃ) জীবিত থাকা প্রমাণিত হয় তবে নিশ্চয়ই আমি তাহা মানিব"। হাজী সাহেব বলিলেন, 'আমি যদি কোরান হইতে হজরত ইসার (আঃ) 'হায়াতের' সাপক্ষে এক শত আয়েত পেশ করিতে পারি তবে আপনি মানিবেন কি?" তিনি যেহেতু মৌলবীদের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, সারা কোরানই হজরত ইসার 'হায়াতের' বর্ণনায় পূর্ণ, তাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অন্ততঃ এরূপ এক শত আয়েত নিশ্চয়ই থাকিবে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "এক শত কেন, একটি আয়েত পেশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।" হাজী সাহেব বলিলেন, "এক শত না হয়, অন্ততঃ পঞ্চাশটি 'আয়াত' তো নিশ্চয়ই আনিব"। হুজুর বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি আয়েতই যথেষ্ট হইবে"। হাজী সাহেব পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, অন্ততঃ দশটি আয়াত তো নিশ্চয়ই আনিব"।

এই বলিয়া তিনি মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি হজরত মীরজা সাহেবকে একথা স্বীকার করাইয়া আসিয়াছি যে, কোরান হইতে হজরত ইসার (আঃ) 'হায়াতের' সাপক্ষে দশটি আয়েত আনিলেই তিনি তাঁহার নিজ 'আকীদা' ছাড়িয়া দিবেন। আপনি

শীঘ্র আমাকে দশটি আয়েত লিখিয়া দিন, যেন আমি মীরজা সাহেবকে তৌবা করাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবী সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোকে মীরজা সাহেবের নিকট যাইতে কে বলিয়াছিল? আমি দুই মাস যাবৎ ঝগড়া করিয়া নুরদ্দিনকে হাদীসের দিকে আনিয়াছি, আর তুই পুনরায় বহসকে কোরানের দিকে নিয়া গিয়াছিস্।" এই কথা শুনিয়া হাজী সাহেব কতক্ষণ তো চমৎকৃত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অতঃপর উঠিয়া মৌলবী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, **"কোরান যে-দিক, আমিও সে-দিক।"** এই বলিয়া তিনি সেই মজ্‌লিস হইতে চলিয়া গেলেন।

এই ব্যক্তি কোন দলীলও শুনিলেন না, নিদর্শনও দেখিলেন না, কোন 'বহস'-ও শুনিলেন না। কেবল এই কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, কোরান মীরজা সাহেবের পক্ষে আছে এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে-দিক কোরান সে-দিকই তিনি থাকিবেন। ফলতঃ তিনি কাদিয়ান গমন করিয়া হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সুতরাং যে-ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করিবে যে, 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদার অনুসরণ না করিয়া যে-দিক খোদা সে-দিকই সে থাকিবে, সে কখনো অকৃতকার্য্য হইতে পারে না, সে কখনো পরাজিত হইতে পারে না। এই স্তর লাভ করিতে হইলে আর পথ-ভ্রষ্ট ও অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই স্তরে পৌছিলে সারা দুনিয়ার শয়তান একত্রিত হইয়াও মানুষকে পথভ্রষ্ট বা অকৃতকার্য্য করিতে পারে না। কেননা সে এরূপ সুদৃঢ় রজ্জু ধরিয়াছে যাহা কখনো ছিন্ন হইবার নয়।

অতএব যে-ব্যক্তি হৃদয়ে এই বিশ্বাস ও আগ্রহ পোষণ করেন যে, যে-দিক কোরান সে-দিকই তিনি থাকিবেন তাঁহাকে শয়তান বন্ধুত্বের প্রণয় বা আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা বা জ্ঞানের গরিমা দেখাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে পথ-ভ্রষ্ট করিতে পারে না। কেননা, শয়তান মানুষের প্রকৃতিকে শতরূপে উত্তেজিত করিতে পারিলেও, বা তাহাকে ভয় বা প্রলোভন দেখাইতে পারিলেও, কোরানের আয়েত নিজ হইতে বানাইতে পারে না, কারণ কোরান খোদাতা'লার কেতাব এবং তিনিই তাহার সংরক্ষক। অতএব যে-ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন যে, যে-দিক কোরান সে-দিকই তিনি থাকিবেন, অন্য কথায়, এই বলেন যে, যে-দিক খোদা, সেদিকই তিনি থাকিবেন—এরূপ ব্যক্তি কখনো পথ-ভ্রষ্ট হইতে পারেন না। কারণ তিনি খোদাকে ধরিয়াছেন এবং যে খোদাকে ধরে সে কখনো পথ-ভ্রষ্ট হইতে পারে না।

অতএব স্মরণ রাখিও **আমাদের জমাতের প্রধান উদ্দেশ্য** ইসলাম ও আহমদীয়ত প্রচার করা, নিজের মধ্যে পুণ্যশীলতা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা সৃষ্টি করা এবং ইসলামের উন্নতির জন্য খোদাতা'লার নির্দ্ধারিত পন্থা অবলম্বন করা।

অতএব তোমাদের কেহ 'আলেমই' হউক বা 'জাহেলই' হউক, ছোটই হউক আর বড়ই হউক—যদি উত্তেজনা বা প্রেরণার বশীভূত হইয়া খোদাতা'লার নির্দ্ধারিত পন্থা ছাড়িয়া দেয়, তবে সে আহমদীয়তের বন্ধু নয় বরং নিকৃষ্টতম শত্রু। কিন্তু যে-ব্যক্তি 'জজবাত' বা আত্ম-মর্য্যাদার পরওয়া না করিয়া খোদাতা'লার নির্দ্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে সে আহমদীয়তের সেবক এবং এরূপ সেবক কখনো অকৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

শিশু আহ্‌মদী

দুনিয়াতে এক নবী এল—দুনিয়া তারে মানল না

এই হলরে হল্লো শুরু
এই হবে রে জয়
ভাঙ্গাগড়ার সুর হরিতে
ভাঙ্গবে সবার ভয়।
অনেক দিন এই ভাঙ্গাগড়ার
ধ্বংস-লীলার মুখে
লক্ষ লক্ষ নর নারী
চলছে সুখে দুখে।
নমরূদী-মশা এল—
—ম্যালেরিয়ার তুণ
কোটি মানব গ্রাস করিল
কল্‌জে করে খুণ।
টি-বি রাহু চেঁপে ধরল
সুখী লোকদের গলে
"সুখের নেশায় মত্ত—
এবার চল রসাতলে।"
মাঝে মাঝে ভূমিকম্প
দিয়ে নাড়াচাড়া
সহর মোকাম কল্ল খালি
ভয়ঙ্করের তাড়া।
ও-বা এল দাঙ্গা এল,
এল জলপ্লাবন
সমান কল্ল ছোট বড়
সুখের পৌষ শ্রাবণ।

তার পরেতে জলে ভেসে
কচুরীপানা সুখে
ধ্বংস-লীলার ঢেউ লাগাল
রাজ-রাজাদের বুকে।
আবার শুরু ভাঙ্গা-গড়ার
জগত-জোড়া জঙ্গ
সৃষ্টি কাঁদে চাই না কভুও
পরতে খুণের বঙ্গ।
শান্তি হাসে নীরব হাসি
ধ্বংস হানে ভয়
দোয়ার ধারা আসবে নেমে—
"জয় বৃটিশের জয়।"
কিশের এসব আজাব-রাশি—
জানল না রে কেউ
ঈশ্রাফিলের শিঙ্গা জাগায়
কেয়ামতের ঢেউ।
দুনিয়াতে এক এল নবী
মানল না তায় সবে
জবরদস্তির আঘাত খেয়ে
এবার মানতে হবে।
তাঁরই দৌলত লুটিয়ে পড়ে
ধর্ম্মতলার মাঠে
কে নিবেরে গরীব দুখী
আয় রে আজান-ঘাটে।

—মতিন

"তাসিরাতে-কাদিয়ান"

তবলীগ কার্য্যের সুবিধার জন্য কাদিয়ান শরীফ হইতে "তাসিরাতে-কাদিয়ান" নামক উর্দ্দু ভাষায় একখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন-আহমদীয়া কর্তৃক এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থের ৫০ কপি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে অতি হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় অভিনবরূপে সিল্‌সিলা আহ্‌মদীয়ার 'সাদাকাত' ও 'বরকাত', (সত্যতা ও কল্যাণ সমূহ) বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি তব্‌লীগ কার্য্যের মহা-সহায় হইবে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তবলীগ করিলে বা জের-তবলীগ বন্ধুগণকে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইলে উত্তম ফল লাভের সম্ভাবনা। অতএব প্রত্যেক বন্ধু নিজ নিজ তবলীগের সুবিধার জন্য ইহার অন্ততঃ এক কপি চাহিয়া লইবেন।

মূল্য—ডাকমাশুল সহ ছয় আনা

প্রাপ্তি-স্থান—ম্যানেজার, আহমদীয়া লাইব্রেরী,
১৫ নং বক্সিবাজার, ঢাকা

সূরাহ জুমার ভবিষ্যদ্বাণী

রসুল করীমের (সাঃ) পুনরাগমন

মসিহ মাহদীর আবির্ভাব—সাহাবাগণের নূতন জমাত

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রণীত "আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম" গ্রন্থ হইতে অনুদিত

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব

(১)

অবহিত হও, মৃত্যু চারি প্রকার ঃ—'গাফলত' বা উদাসীনতার মৃত্যু, 'গুনাহ' বা পাপ জনিত মৃত্যু, 'শেরেক' বা অংশীবাদিতা জনিত মৃত্যু, 'কুফর' বা অবিশ্বাস জনিত মৃত্যু। এই চারি-প্রকার মৃত্যুই খৃষ্টানদের মধ্যে বিদ্যমান। 'গাফলত' বা উদাসীনতার মৃত্যু এজন্য যে, তাহাদের সকল শক্তিই পার্থিব শোভা-সৌন্দর্য্য ও দলবলের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। খোদাতা'লা এবং তাহাদের মধ্যে যে আবরণ রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য একটুও তাহাদের চিন্তা নাই। গুনা বা পাপজনিত মৃত্যু দেখিতে হইলে ইয়ুরোপে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ যে, তাহাদের মধ্যে জীতেন্দ্রীয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতা ও সতীত্বের আর কি অবশিষ্ট আছে। 'শেরেক' বা অংশীবাদিতা-জনিত মৃত্যু নিজেরাই দেখিতে পাও। তাহারা মানুষকে খোদায় পরিণত করিয়াছে এবং খোদাকে ভুলিয়াছে। 'কুফর' বা অবিশ্বাস-জনিত মৃত্যু এই যে, তাহারা সত্য রসুলকে অস্বীকার করিয়াছে।

এই সমুদয় বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, হজরত মসিহ্‌ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা যে, তিনি আধ্যাত্মিক মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করতঃ 'কেয়ামত' বা পুনরুত্থান দিবস প্রদর্শন করেন সর্ব্বৈব অলীক ধারণা ও প্রমাণ-হীন দাবী মাত্র।

পরন্তু আধ্যাত্মিক জীবন দান বিষয়ে সেই পূর্ণ গুণধর মহাপুরুষ প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহার বিখ্যাত নাম **মোহাম্মদ** (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে ও সাল্লাম)। সমগ্র কোরান প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই রসুল তখন প্রেরিত হইয়াছিলেন যখন সমস্ত জাতি-সমূহ পার্থিবতায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক বিপ্লব জল-স্থল ধ্বংস করিয়াছিল। তখন এই রসুল আবির্ভূত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাবে পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে তৌহীদের ফল্গু ধারা প্রবাহিত করেন।

যদি কোন ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি চিন্তা করেন যে, আরব উপদ্বীপের লোকগণ প্রথমতঃ পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে এই রসুলের অনুবর্ত্তিতা দ্বারা কি হইয়াছিল—কিরূপে তাহাদের অসভ্যাবস্থা উন্নত মানবতায় পর্য্যবসিত হয় এবং কেমন নিষ্ঠা ও সরলতা দ্বারা, স্বীয় শোণিত প্রবাহ দ্বারা, আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা, আত্মীয়-স্বজন পরিহার দ্বারা, ধন, সম্ভ্রম ও আরাম খোদার পথে নিয়োজন দ্বারা, তাঁহারা নিজেদের ইমানের প্রমাণ দেন, তবে তাঁহাদের সত্য-নিষ্ঠা এবং ধৈর্য্য, প্রিয় রসুলের পথে তাঁহাদের আত্ম-ত্যাগ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে এক সুমহান অলৌকিকতারূপে গোচরীভূত হইবে।

সেই পবিত্র দৃষ্টি তাঁহাদের উপরে এমন ক্রিয়া করে যে, তাঁহারা আপনাকে ভুলিয়া যান, তাঁহারা 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহতে বিলীন) হইয়া সত্য-নিষ্ঠা ও সাধুতার সেই সকল কার্য্য প্রদর্শন করেন, যাহার দৃষ্টান্ত কোন জাতিতে পাওয়া দুরূহ। যাহা কিছু তাঁহারা 'আকিদা' বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই শিক্ষা ছিল না যে, কেবল দুর্ব্বল মানবকে খোদা মান্যকরা হয়, কিম্বা খোদাতা'লার সন্তানের মুখাপেক্ষী নির্দ্দেশ করা হয়।

পরন্তু তাঁহারা প্রকৃত 'জুল-জালাল' (মহা-প্রতাপান্বিত) খোদাকে—যিনি চির-বিকারহীন, স্বয়ম্ভূ, সর্ব্ব-লোকধারক, পিতা-পুত্র হওয়ার আবশ্যকতা এবং জন্ম মৃত্যু হইতে পবিত্র—স্বীয় রসুল করীম দ্বারা চিনিয়াছিলেন।

সেই সকল ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু-গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া জীবনের উচ্চ মিনারায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্রত্যেকেই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইমানে তাঁহারা নক্ষত্র স্বরূপ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতএব, প্রকৃত পক্ষে, এক জন পূর্ণ মানবই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, যিনি এমন সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণরূপে এই আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দীর্ঘ-কালীন মৃত ব্যক্তি ও সহস্র বর্ষের পুরাতন অস্থি-কঙ্কাল সমূহ পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার আগমনে কবর সমূহ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং গলিত অস্থি সমূহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কার্য্যতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনিই 'হাশের' (পুনরুত্থাপক), তিনিই 'রুহনী-কিয়ামত' (আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান)—যাঁহার পদ-মূলে এক জগত কবর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং

ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً

(অর্থাৎ, "দেখিবে যে, মানবগণ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবিষ্ট হইতেছে") সম্বলিত সুসংবাদ সমগ্র আরব উপদ্বীপে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে। তার পর, এই পুনরুত্থানের নমুনা শুধু সাহাবাগণ পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বরং সেই 'কাদের-কদর' সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-শক্তিমান খোদা—যিনি সকল জাতি, সকল যুগ ও সকল দেশের জন্য এই "বশীর-নজীরকে" (সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শককে) আবির্ভূত করিয়াছিলেন—তাঁহার সত্যিকার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে চির 'বরকত' বা আশীষ সমর্পণ করিয়াছেন এবং অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যে জ্যোতিঃ ও যে পবিত্রাত্মা ("নূর ও রুহুল্-কুদুস") সেই পূর্ণ-মানবের সহচরগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যৎ অনুবর্ত্তি ও সত্য-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও প্রাপ্ত হইবে, যেমন তিনি বলিয়াছেন :—

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم —

অর্থাৎ, "সেই রাহীম খোদা—সেই খোদা, যিনি ওম্মি বা নিরক্ষরদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন এক জন রসুল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদের নিকট তাঁহার আয়েত সমূহ পাঠ করেন, তাহাদিগকে শুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে কেতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন; অবশ্য তাহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ্য বিপথগামী ছিল; এবং এইরূপে এই রসুল, যিনি তাহাদের 'তরবীয়ত' করিতেছেন, অপর এক সম্প্রদায়েরও 'তরবীয়ত' করিবেন, যাহারা তাহাদের শ্রেণীভুক্তই হইবে এবং তাহাদেরই গুণাবলী (কামালাত) নিজেদের মধ্যে উৎপন্ন করিবে—কিন্তু এখনো তাহারা তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। খোদা সর্ব্ব-প্রবল ও বিজ্ঞ।"

এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, واخرين منهم আয়েতে اخرين শব্দ কর্ম্ম বাচ্য ('মফ্‌ওল')। অন্য কথায় সমগ্র আয়েত "আল্‌ফাজে-মোকাদ্দারা" (আবশ্যকীয় অনুল্লিখিত শব্দগুলি) সমেত এইরূপ :—

هو الذي بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم الآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم —

অর্থাৎ, "আমার খাটি ও পূর্ণ বান্দা, সাহাবা রাজি-আল্লাহু-আনহুম ব্যতীত, আরো আছে, যাহাদের সংখ্যা-বহুল সম্প্রদায় শেষ যুগে উৎপন্ন হইবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম যেমন সাহাবাগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সম্প্রদায়কেও আধ্যাত্মিক ভাবে শিক্ষা প্রদান করিবেন—অর্থাৎ সেই ব্যক্তিগণ এমন যুগে হইবে, যে-যুগে বাহ্যিক ফল-প্রদান ও ফল-গ্রহণ মূলক শৃঙ্খল কর্ত্তিত হইবে এবং ইসলাম ধর্ম্ম বহু ভ্রান্তি ও অনৈস্লামিক বিষয়ে পূর্ণ হইবে এবং দরবেশগণের হৃদয় হইতেও আভ্যন্তরীন জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। তখন খোদাতা'লা কোন "সায়ীদ-রুহ্" বা পবিত্রাত্মা ব্যক্তিকে বাহ্যিক কোন শৃঙ্খল (সেলসেলা) বা উপায়ের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে শুধু নবী করীমের রুহানী শিক্ষা দ্বারা পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় উপনীত করিবেন এবং তাঁহাকে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করিবেন এবং সেই সম্প্রদায় সাহাবাগণের সম্প্রদায়ের সহিত অত্যন্ত প্রগাঢ় সামঞ্জস্য লাভ করিবেন।" কারণ, সেই সম্প্রদায় আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লামেরই ক্ষেত্র, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ তাঁহাদিগকে প্লাবিত করিবে এবং তাঁহারা সাহাবাগণের সহিত সম্মিলিত হইবেন,—অর্থাৎ স্বীয় "কামালত" বা গুণাবলীর উৎকর্ষতার দিক দিয়া তাঁহাদের অনুরূপ হইবেন এবং তাঁহারা খোদা-তা'লার "ফজল ও করম" বা অপার অনুগ্রহ-ক্রমে 'সাওয়াব' (পুণ্য) লাভ করিবার সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন, যাহা

সাহাবাগণ লাভ করিয়াছিলেন এবং সহায়-সম্বলহীনতা সত্ত্বেও ধৈর্য্য বশতঃ খোদাতা'লার নিকট সেইরূপই সত্যবাদী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যেরূপ সাহাবাগণ বিবেচিত হইয়াছিলেন। কারণ, এই জামানা বহু বিপদাপদ, বিপ্লব ও অধর্ম্ম বিস্তারের যুগ হইবে এবং "রাস্তবাজ' বা সত্যপরায়ণ ও সাধু ব্যক্তিগণের সমক্ষে সেই সকল বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইবে, যাহা সাহাবা রাজি-আল্লাহু-আনহুমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহারা ধৈর্য্য প্রদর্শনের পর সাহাবাগণের মর্য্যাদা লাভ করিবেন। কিন্তু মধ্য-যুগ "ফাজ্জে-আউজ" বা 'বক্র-যুগ'। ইহাতে মোসলমান বাদশাহগণের প্রভাব-প্রতাপ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণাদির আধিক্য বশতঃ সাহাবাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁহাদের মর্য্যাদা "জিল্লি" বা প্রতিবিম্বাকারে প্রাপ্ত হন. এমন ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু "আখেরী জামানা" (শেষ-যুগ) প্রথম যুগের অনুরূপ হইবে। কারণ, সেই যুগের মানবগণ দারিদ্র-প্রপীড়িত হইবে এবং বিপদাবলীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের ইমানের শক্তি ব্যতীত অন্য কোন অবলম্বন থাকিবে না। সুতরাং, তাঁহাদের ইমান খোদাতা'লার নিকট এমন দৃঢ় ও অটুট বলিয়া গৃহীত হইবে যে, ইমান আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেও তাঁহারা তাহা ভূলোকে পুনরানয়ন করিবেন—অর্থাৎ ভূমিকম্পের আলোড়নের ন্যায় তাঁহারা আলোড়িত হইবেন, তাঁহাদের পরীক্ষা হইবে এবং মহা বিপ্লব দ্বারা তাঁহারা পরিবেষ্টিত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা এমন অটুট ধৈর্য্যশালী হইবেন যে, ইমান স্বর্গীয় গ্রহসমূহে থাকিলেও তাহা তাঁহারা পরিহার করিবেন না।

অতএব, এই যে, প্রশংসা ব্যঞ্জক উক্তি অর্থাৎ—তাঁহারা আকাশ হইতেও ইমান আনয়ন করিবেন—ইহাই নির্দ্দেশ করে যে, তাঁহারা এমন যুগে আগমন করিবেন, যখন চতুর্দ্দিকে 'বে-ইমানী' (অধর্ম্ম) বিস্তার লাভ করিবে এবং খোদা-তা'লার প্রতি সত্যিকার প্রেম হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে; কিন্তু তাঁহাদের ইমান তাঁহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল থাকিবে এবং খোদা-তা'লার উদ্দেশ্যে দুঃখ-বিপদ সহ্য করিবার মহাশক্তি তাঁহাদের মধ্যে থাকিবে। তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সত্যপরায়ণতা অসাধারণ হইবে, যাহার ইয়ত্তা নাই। কোন ভয়-ভীতি তাঁহাদের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। কোন পার্থিব আশা-আকাঙ্খা তাঁহাদিগকে শিথিল করিবে না।

এই সকল বিষয় দ্বারাই ইমানের শক্তি-পরীক্ষা হয়। সুতরাং, এই হাদিসে * এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সেই সম্প্রদায় সেই যুগেই আবির্ভূত হওয়া প্রয়োজন, যখন তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য এইরূপ উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকিবে এবং জগত প্রকৃত ইমান হইতে এরূপ দূরে পড়িবে, যেন সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া পড়িবে।

সারকথা, আল্লাহ্-জাল্লা-শানহু তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁহারা আখেরী জমানায় নিখুত ও পরিপূর্ণ, (খালেস ও কামেল) বান্দা হইবেন, যাহারা তাঁহাদের পূর্ণ ইমান, পূর্ণ আন্তরিকতা ('কামাল-এখালাস'), পূর্ণ সত্য-নিষ্ঠা ("কামাল-সেদেক'), পূর্ণ ধৈর্য্য ('কামাল-এস্তেকামাত') ও পূর্ণ ঐশী-জ্ঞানের ('কামাল-মারফাত') দিক দিয়া সাহাবাগণের অনুরূপ হইবেন। ইহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই আয়েত আখেরী জামানার কামেল পুরুষগণের প্রতি ইঙ্গিত করে, অন্য কোন যুগের প্রতি নহে। কারণ, ইহা ত আয়েতের স্পষ্ট শব্দগুলি হইতেই জানা যায় যে, সেই সকল 'কামেল' বা সিদ্ধ ব্যক্তিগণ 'আখেরী জামানায়' (শেষ যুগে) জন্মগ্রহণ করিবেন। যেমন, আয়েত—وآخرين منهم لما يلحقوا بهم—(এবং তাহাদের মধ্য হইতে অন্যান্যগণের মধ্যে, যাহারা এখনো তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই"—অনুবাদক) স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে।

যুগ তিনটি। প্রথম, সাহাবাগণের যুগ। দ্বিতীয়, মধ্যযুগ। তৃতীয়, 'আখেরী জামানা' বা শেষ যুগ। এই শেষ যুগই প্রতিশ্রুত মসিহর যুগ এবং আয়েত وآخرين منهم ইহারই প্রতি নির্দ্দেশ করে। আমরা এযুগেই বাস করি। দৃষ্টান্তস্থলে, মৌলবী সিদ্দিক হাসান মরহুম—কনৌজবাসী—পরে ভূপালবাসী—যিনি বাটালবী শেখের মতানুসারে সমসাময়িক মোজাদ্দেদ, তদীয় "হুজাজুল-কারামা" গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

* সেই হাদিটী এই:— انا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى —অর্থাৎ, "আমি সেই মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরুত্থাপন করিব, আমার পদ-মূলে মানবগণ পুনরুত্থিত হইবে।" (আয়নায়ে-কামালাতে-ইস্‌লাম, ১৯৪ পৃঃ)। এই হাদিসের গবেষণারই হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য নির্ব্বাচিত বিষয়টুকুও লিখিয়াছেন। —অনুবাদক।

اخریت ایں امت از بدایت الف ثانی شروع کردیدہ آثار تقوی از اول گم شدہ بودند واکنون سطوت ظاہری اسلام ہم مفقود شدہ (حجج الکرامۃ) —

(অর্থাৎ, "হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই উম্মতের "আখেরিয়ত" বা শেষাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ, "তাকওয়া" বা ধর্মশীলতা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এখন ইস্‌লামের বাহ্য প্রভাব প্রতিপত্তিও লীন হইয়াছে।"—অনুবাদক)

কাহারো অবিদিত নয় যে, রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে-ও-সাল্লাম) কেবল মাত্র দুইটি জামানাকেই 'নেক' বা সত্য-যুগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সাহাবাগণের জামানা। সর্ব্বশেষ সাহাবীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার সীমা অনুমিত হয়। এই যুগ ইমাম আজম আবু হানিফার (রাজি-আল্লাহু-আনহু) সময় পর্য্যন্ত নির্নীত হয়। তারপর, মধ্য যুগ। 'বেদাত' বা অনৈস্লামিক রীতিনীতি সমূহের ইসলামে আমদানীর বাহুল্য বশতঃ এই যুগ "ওম্মুল্-খাবায়েস" বা সকল অনর্থ অপবিত্রতার মাতৃ স্বরূপা। আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) ইহাকে "ফায়জে-আউজ" বা কুটিল যুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার শেষাংশ যাহা মসিহ্ মাউদ বা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র সৌভাগ্যময় যুগের সহিত সম্মিলিত, নবী করীমের (সাঃ) হাদিস সমূহ অনুসারে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া নির্নীত হয়।

বয়হাকী ইহার সম্বন্ধে একটি হাদিস লিখিয়াছেন—অর্থাৎ আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) বলেন যে, সেই যুগের মৌলবী ও ফতোয়া-দাতাগণ তৎকালীন পৃথিবীর সকল মানবাপেক্ষা অধম হইবে। "হুজাজুল-কারামা" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আল্লাহর মাহ্‌দীর (মসিহ্ মাউদ) প্রতি কুফরের ফতোয়া ইহারাই প্রদান করিবে।

অধিকাংশ মোসলমান জানে না যে, মসিহ্ মাউদের প্রতিও কুফরের ফতোয়া প্রদত্ত হওয়ার কথা হাদিসে বিদ্যমান। বস্তুতঃ, এই হাদিস পূর্ণ হইয়াছে।

প্রাথমিক যুগ এবং মসিহ মাউদের যুগের মধ্যবর্ত্তী যুগ নিতান্ত দুঃসময়। সেই কালীন মানবগণ সম্বন্ধে আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) বলেন :—

خیر هذه الامة اولها واخرها - اولها فیهم رسول الله صلے الله علیه وسلم - وآخرها فیهم عیسی بن مریم وبین ذالك فیج اعوج لیسوا منی ولست منهم —

অর্থাৎ, "দুইটি ওম্মতই ভাল—প্রথম ও শেষ। মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় একটি কুটীল ফৌজ। ইহাদিগকে দেখিতে একটি সৈন্য-ব্যূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহারা মৃত—তাহারাও আমা হইতে নয় এবং আমিও তাহাদিগ হইতে নই।"

সহি হাদিসে আছে যে,—واخرین منهم لما یلحقوبهم—এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও সাল্লাম) সালমান ফারসীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলেন :—

لوکان الایمان عند الثریا لناله رجل من فارس اورجال من فارس —

—("ইমান সুরাইয়া নামক দূরবর্ত্তী নক্ষত্রে থাকিলেও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি বা কোন কোন ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইবেন।"—অনুবাদক)

এই হাদিস্ দ্বারা জানা যায় যে, আখেরী জামানায় পারস্য বংশজ ব্যক্তিগণ মধ্যে এক ব্যক্তির জন্ম হইবে। তিনি এমন দৃঢ় ইমান সম্পন্ন হইবেন যে, ইমান সুরাইয়া নক্ষত্রে থাকিলেও তথা হইতে তাহা আনয়ন করিবেন।

অপর হাদিসে এই ব্যক্তিকেই "মাহদী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আখেরী জামানায় পূর্ব্ব দেশে তিনি আবির্ভূত হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দজ্জালও আখেরী জামানায় পূর্ব্ব দেশে প্রকাশ পাইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই উভয় হাদিস একত্র যোগ করিলে জানা যায় যে, দজ্জালের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি আসিবেন, তিনি এই ব্যক্তিই। আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়মও ইহা চায় যে, দজ্জালের মত অপবিত্র প্রাণী যে দেশে অভ্যুত্থান করিবে, সেই দেশেই সেই মহাপবিত্র ব্যক্তিও আবির্ভূত হইবেন। কারণ, চিকিৎসক আসিয়া রোগীরই তত্ত্বাবধান করেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সত্য হাদিস সমূহ অনুযায়ী দজ্জাল ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইবে এবং মসিহ্ দামেস্কের মিনারায় যাইয়া অবতীর্ণ হইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মদিনা-মোনাওরা হইতে ভারতবর্ষ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। নিঃসন্দেহ ক্রমে সত্য

হাদিস দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্বদিক হইতেই দজ্জাল আবির্ভূত হইবে এবং পূর্ব্বদিক হইতেই কৃষ্ণ পতাকাধারী ("রায়াত-সাউদ") আল্লাহ্‌র মাহ্‌দী আবির্ভূত হইবেন। অন্য কথায়, 'রোজ-আজল' বা অনাদি কাল হইতে ইহাই নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, প্রাচ্যই বিপ্লব-ক্ষেত্র এবং প্রাচ্যই সংস্কার-ক্ষেত্র।

এস্থলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বটি এই যে, আল্লাহ্-জাল্লাহ্-শানাহ যেমন আয়েতের প্রকাশ্য শব্দগুলিতে—و آخرين منهم—শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহারা 'কামালাত' বা সিদ্ধ গুণ গরিমায় সাহাবাগণের বর্ণে প্রকাশ পাইবেন, তাঁহারা আখেরী জামানায় আগমন করিবেন—তেমনি و آخرين منهم لما يلحقوا بهم আয়েতের অক্ষরগুলি গণনা ক্রমে যে ১২৭৫ সংখ্যা নির্নীত হয়, ইহা একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে,—و آخرين منهم। —আয়েত অনুযায়ী যে পারশ্য বংশীয় ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক ইহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন, তিনি এই সনে তাঁহার বাহ্যিক জীবনের পূর্ণতা—(بلوغ) প্রাপ্ত হইয়া সাহাবাগণের সহিত সামঞ্জস্য ("মুনাসেবাৎ") লাভ করিবেন। তাই, এই ১২৭৫ হিজরী—যাহা و آخرين منهم لما يلحقوا بهم—আয়েতের অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ পায়—এই অধমের সাবালক—(بلوغ) হওয়ার এবং দ্বিজন্ম ও আধ্যাত্মিক জন্ম গ্রহণের তারিখ। অদ্যকার দিন পর্য্যন্ত ইহা ৩৪ বৎসর। *

আর যদি বলা হয় যে,—و آخرين منهم। ("আখরীনা-মিনহুম") সম্বলিত শব্দ বহুবচন, তাহা কিরূপে এক জন সম্বন্ধে খাটে, তবে ইহার উত্তর এই যে, আঁহজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) স্বয়ং ইহা এক জনের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ তিনি এই আয়েতের ব্যাখ্যা কালে সালমান ফারসীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, পারশ্য বংশীয় এমন এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিবেন, যিনি সুরাইয়া নক্ষত্র হইতে ইমান ধরায় আনয়ন করিবেন; অর্থাৎ তিনি এমন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিবেন, যখন দার্শনিক ভাব সমূহের প্রচার, নাস্তিকাতার বিস্তার এবং ঐশী-প্রেম বিলোপ হওয়া বশতঃ লোকের ইমানের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। তখন খোদাতা'লা তাঁহার হস্তে এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে (বরকতে) পুনর্ব্বার প্রকৃত ইমান লোকের হৃদয়ে উৎপন্ন করিবেন। অন্য কথায়, বিলুপ্ত ইমান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইবে। কোরান করীমে বহুবচন শব্দ একবচনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। হজরত ইব্রাহীমকে (আলায়হেস্ সালাম) "ওম্মত (মণ্ডলী) বলা হইয়াছে। তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তি বিশেষ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত, এই আয়েতে এই শব্দ এই অর্থ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে যেন, ইহা প্রকাশ পায় যে, সেই যে পুরুষ আসিবেন তিনি একাকী থাকিবেন না, বরং তিনি এরূপ এক জমাতে (সম্প্রদায়ে) পরিণত হইবেন, যাহাদের খোদাতা'লার প্রতি সাচ্চা ইমান থাকিবে এবং সাহাবাগণের যে ইমান ছিল সেই ইমানের বর্ণ ও গন্ধ প্রাপ্ত হইবেন। †

---

* নোট:—হিঃ ১২৫০ সন ১৪ই শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ শুক্রবার দিবস হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জন্ম হয় এবং ২৪শে রবি-উস্-সানী, ১৩২৬ হিঃ মোতাবেক ২৮শে মে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ৭৫ বৎসর, ৬ মাস ১০ দিন বয়সে হজরত মসিহ মউদের (আঃ) 'ওফাত' হয়। (আল্-ফজল্ ২৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১১ই আগষ্ট ১৯৩৬ ইং)। ১২৯০ হিঃ ঠিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমতঃ ঐশীবাণী প্রাপ্ত হন। ('হাকিকতল্-ওহি' ১৯৯ পৃঃ, 'তিরয়াকুল-কলুব' ৬৮ পৃঃ)। ১৭ই অক্টোবর ১৮৯২ খৃঃ অব্দে হজরত মসিহ মাউদ আলোচ্য বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন। ("আয়নায়-কামালাতে-ইস্‌লাম ২১৫ পৃঃ টীকা) হিঃ ১৩০৫ সনে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বয়স ছিল ২৫ বৎসর। —অনুবাদক

† 'আয়নায়-কামালাতে-ইস্‌লাম;' ২য় সংস্করণ, ১৯২৪ খৃঃ অব্দ, ২১৭—২২০ পৃঃ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে এবং ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ইহার প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ হয়। —অনুবাদক

মোহাম্মদ রসুল

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মোহাম্মদ রসুল।
কুল মাখলুকাতের গুলবাগে
যেন একটী ফোটা ফুল ॥

নূরের রবি যে আমার নবী
পূর্ণ করুণা ও প্রেমের ছবি—
মহিমা গায় তাঁরি নিখিল কবি—
কেউ নয় তাঁর সমতুল ॥

পিয়ারা নবী যেই এল দুনিয়ায়
হাসিল নিখিল আলোর আভায়
পুলক লাগিল তরু ও লতায়
খুশীতে সবাই মশ্‌গুল্‌ ॥
আঁধার রাতে সে যে চাঁদের কিরণ
মরু সাহারার বুকে সুধা-বরিষণ
নীরব ধরার গুল্‌ বাগিচাতে যেন
গান গেতে এল বুল্‌বুল্‌ ॥

—গোলাম মোস্তফা

হজরত মোহাম্মদ *

[মিস পুণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী বি-এ]

প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া আজও যিনি হসস্র সহস্র মানবের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, আজও যিনি মোসলমান ও অমোসলমান সহস্র নরনারী কর্ত্তৃক সম্মানিত ও আদৃত, আজও যিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, একদিন যাঁহার সঙ্গে যাপন করিলে পাপাসক্ত মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, আজ তাঁহারই পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করিতে আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। প্রতি বৎসরই আমরা এরূপ ভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী লক্ষ রসনায় বিবৃত করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারেন না। আর তাঁহার জীবনের কথা জানেন না এরূপ লোক আজিকার সভায় বোধ হয় কেহই উপস্থিত নাই। আমি তাই হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জীবনী হইতে বর্ত্তমান যুগে আমাদের শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে, তাঁহার জীবন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষেও কিরূপ আশা, আনন্দ ও সান্ত্বনার স্থল সেই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

সকলেই অবগত আছেন হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) দরিদ্র মেষপালক ছিলেন। তিনি সাধারণ অবস্থাপন্ন পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, বিত্ত বা পাণ্ডিত্য এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু মানব জীবনে সাধনার যে কি শক্তি, সাধনা দ্বারা মানুষ অতি সাধারণ অবস্থা হইতে কিরূপে উন্নত হইতে পারে, কিরূপে একটী সমগ্র দেশ ও জাতিকে উন্নত করিতে পারে, সাধনা দ্বারা মানুষ কিরূপে অমরত্ব লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) জগৎ-বাসীর সম্মুখে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। মানুষ চেষ্টা করিলেও অনেক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, নিউটন বা তানসেন হইতে না পারেন, কেননা শঙ্করাচার্য্য বা নিউটন হইতে হইলে যে অসাধারণ স্বাভাবিক প্রতিভার প্রয়োজন, সকলের মধ্যে তাহা থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু উন্নত জীবন লাভ করিবার অধিকার, ধার্ম্মিক ও পবিত্র হইবার অধিকার, ঈশ্বরকে জানিবার ও মানিবার অধিকার সকল মানবেরই আছে। যিনি আপনার জীবনের সদ্‌গুণ রাজী ফুটাইয়া তুলেন, যিনি দুশ্চর তপস্যাদ্বারা শক্তিশালী রিপুগণকে পরাস্ত করেন, ধরা প্রতিকুল হইলেও নীতি ও ধর্ম্মের পথ হইতে যিনি তিল মাত্র বিচলিত হন না, যিনি অপরের মনোরঞ্জনের জন্য আপনার বিবেককে শিথিল হইতে দেন না এবং যিনি অন্যায় ও অসত্যের সহিত কোন ক্রমেই সন্ধি-স্থাপন করেন না, তাঁহার জীবন-কুসুম ফুটিবেই ফুটিবে এবং তাঁহার সুগন্ধে দশ দিক্‌ শৌরভাকুল

হইবে। নির্জ্জনে পর্ব্বত-কন্দরে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বলে তিনি হজরত মোহম্মদ (সাঃ) হইয়াছিলেন। এ-সংসার ছাড়িয়া তিনি কোথাও যান নাই, যাইবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন নাই। অনেকের ধারণা, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা যায় না। এধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) জানিতেন পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ জন্মক্ষেত্রেই তাহাদের কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেছে। মানবও সংসারে থাকিয়া গৃহ-পরিবার পিতা-মাতা, পরিজন প্রভৃতিকে অনাসক্ত ভাবে সম্ভোগ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে। বিশাল কণ্টক-তরুকে স্থানান্তর করিলেই যেমন তাহা কণ্টকবিহীন হয় না, তেমনি ইন্দ্রিয় ধ্বংস করিয়া গৃহ ছাড়িয়া নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিলেই কামানল নির্ব্বাপিত হয় না। অন্ধেরও দর্শনের, বধিরেরও শ্রবণের তীব্র কামনা থাকে। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) জানিতেন হৃদয়ের উচ্চতম পবিত্র প্রবৃত্তিগুলিকে দৃঢ়হস্তে ছেদন করিয়া, সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ, কর্ম্মের মহাসঙ্গীতপূর্ণ কৈসোরের ক্রীড়াভূমি আপনার জন্মভূমি পিতামাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা, প্রানাধিক প্রিয় পরিজন ছাড়িয়া অরণ্যে যাইবার কোনই সার্থকতা নাই। তিনি জানিতেন মানবের —

"ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর বন নহে—গৃহের প্রাঙ্গণ।"

তিনি কবির এই বাণী জীবনে সার্থক করিয়াছিলেন—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার —
"রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে—"

তাই তিনি সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির সুস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সংসারে থাকিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে লাভ করিবার জন্য যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন কয়জন ভগবানের জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হন? হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) দেখাইয়া গিয়াছেন প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকিলেই মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য আপনার জীবনদেবতার অদর্শন যন্ত্রনা সহিতে না পারিয়া আকুল হইয়া গাহিয়াছিলেন—

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি
দেখিবারে যাব সেথা বৃন্দাবন ভূমি
এছার সংসারে আমি কেমনে রহিব
নন্দের দুলালে আমি কোথা গেলে পাব।

ভগবানের জন্য ভক্ত এইরূপই ব্যাকুল হন। তখন তিনি আকুল পাগোল-পারা হইয়া পশুপক্ষীর নিকট, তরুলতার নিকট গমন করিয়া বলেন—"বল দেখি রে তরুলতা আমার জগৎ-জীবন আছেন কোথা?" ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত হজরত মোহাম্মদেরও (সাঃ) সেই সুগভীর প্রাণগত আসক্তি, সেই অসীম ব্যাকুলতা তাঁহাকে তাঁহার আরাধ্য দেবতার নিকট লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উপাস্য দেবতাকে তিনি গৃহে পরিবারে গৃহদেবতারূপে স্থাপন করিয়া অনাসক্তভাবে জাগতিক সকল সম্বন্ধ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পতি ও আদর্শ জনক হইতে পরিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) জীবন তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে কি গভীর শিক্ষার স্থল! সাধনা ও ব্যাকুলতার বলে মানুষ আপনাকে কিরূপ উন্নত করিতে পারে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমার ধন নাই, বিদ্যা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, আমি সংসারী কিরূপে ঈশ্বরকে লাভ করিব হজরত মোহাম্মদকে দেখিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না।

পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ আসিয়াছেন, জগতের নরনারীর কল্যাণের নিমিত্ত, তাহাদের পক্ষে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। ভগবান্, বুদ্ধ, খৃষ্ট মোহাম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগকে যুগে যুগে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা আসিয়া জগতের পাপতাপভার হরণ করিয়া সুমধুর ব্রহ্মনাম সকলকে শুনাইয়া শান্তিহারা নরনারীর তাপিত চিত্ত জুড়াইয়াছেন, তাহাদের শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জীবন আজ আমাদের প্রাণকে অনু-প্রানিত করে না কেন? ইহার একমাত্র কারণ আমরা ইঁহাদের প্রতি প্রকৃত ভক্তি সম্পন্ন নহি। ইঁহাদের জীবনকে আমরা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চাহি না।

নৃশংস মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করিয়া যে মহান্ পুরুষবর হত্যাকারীর মঙ্গলের জন্য ভগবৎচরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, 'শত্রুকেও প্রেম বিতরণ করিবে' শিষ্যদিগের প্রতি প্রদত্ত এই উপদেশ যিনি আপন জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন তাঁহারই শিষ্যরূপে যাঁহার। আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাই আজ পররক্তে পৃথিবী সিক্ত করিতেছেন। তাই আজ ইউরোপে হত্যার তাণ্ডবলীলা দেখিতে পাই। হজরত মোহম্মদেরও বাণী, শত্রুকেও ভালবাসিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যগণ কি তাঁহার এই অনুশাসন পালন করিতেছেন?

আজ অন্তর-বিগ্রহ-বিষে ভারত জর্জ্জরিত। আজ একবার যাঁহার বাণী বিশ্বশান্তির বাণী, প্রেমের বাণী সেই সম্যরস অবতার হজরত মোহাম্মদকে (সাঃ) স্মরণ করি। আজ খৃষ্টান, হিন্দু, মোসলমান সকলে মিলিয়া ভারতকে আবার অতীতের গৌরব-উজ্জ্বল আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই। আজ সেই পাতকীতারণ, পাপ-নিবারণের নিকট সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি—

"পতিত পাবন! কৃপাগুণে উদ্ধারিলে কতই পতিত জাতি
পতিত ভারতে উদ্ধারিও কৃপাগুণে।"

ভারত-ভাগ্য বিধাতা প্রসন্ন কল্যাণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন। এ পতিত দেশ আবার শত সহস্র বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মোহাম্মদ, চৈতন্য, নানকের আবির্ভাবে দেববাঞ্ছিত পুণ্যভূমিতে পরিণত হউক।

জগৎ আমাদের

তবলীগ

বর্ম্মা—বর্ম্মা হইতে আমাদের উৎসাহী কর্ম্মী মৌলবী আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে Thayetkon হইতে চার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী Panating রওয়ানা হন, এবং জল ও কর্দ্দমাক্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া তথায় এক পুরানো বন্ধুর বাড়ীতে উঠেন। এই বন্ধুটি আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট। তিনি তথায় তবলীগ আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় মৌলবী সাহেবকেও আসিতে সংবাদ দেন। মৌলবী সাহেব বর্ম্মা মুসলিম এবং তাঁহার আহমদী জীবনের পূর্ব্বকার এক বন্ধু। প্রায় ৩ টায় মৌলবী সাহেব তশরীফ আনয়ন করেন, এবং কুশল মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসার পর কাজের কথা আরম্ভ হয়। গৃহস্বামী স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার নিকট এমন দলিল আছে যদ্বারা ১৫ মিনিটের মধ্যেই মৌলবী সাহেবকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবে। গৃহস্বামীর অনুনয়-বিনয়েও ফল হইল না। মৌলবী সাহেব রাত্রিতে পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর আসেন নাই। মৌলবী সাহেবের পলায়নে এবং তাঁহার তবলীগে কয়েকজন লোক আহমদীয়তের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বর্ম্মা ভাষায় আরো লিটারেচার পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ষা শেষে তাঁহারা একটী পাব্‌লিক মিটিংএরও বন্দোবস্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পরদিন প্রাতেঃ তিনি Thaetkon ফিরিয়া আসেন। ২১শা আগষ্ট প্রাতেঃ তথা হইতে ইমে চলিয়া যান। এই কয়দিন খোদার ফজলে তথায় বেশ তবলিগ হইয়াছে। বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, তথায় একজন বাঙ্গালী ভ্রাতা আহমদীয়া সিলসিলায় দাখেল হইয়াছেন এবং যে এক জন বাহাই ধর্ম্মাবলম্বীর বিষয় তাঁহার গত পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছিল সে-লোকটী বাহাই ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ ফিরিয়া গিয়াছেন। আপনারা উপরোক্ত ভ্রাতাদ্বয়ের জন্য এবং তথাকার যে সকল ভ্রাতা সিলসিলায় যোগদানেচ্ছুক তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবেন।

আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে আমাদের বর্ম্মার মোবাল্লেগ মৌলবী এ, কে, নসীম, এইচ্‌-এ, সাহেব লোয়ার বর্ম্মার প্রসিদ্ধ সহর Basein-এ শুভাগমন করতঃ তথাকার এক ক্লাবে আহমদীয়ত সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর তথায় একটি পাব্‌লিক মিটিং হইবার কথা ছিল, কিন্তু শত্রুদের চক্রান্তে তাহা হইতে পারে নাই। অবশেষে জনৈক ধর্ম্মভীরু বর্ম্মামুসলীম উকিলের বাড়ীতে এক বক্তৃতা প্রদানের পর তিনি রেঙ্গুন চলিয়া যান। ১৮ই আগষ্ট উকিল সাহেব তাঁহার ছেলেকে বিলাত পাঠাইবার জন্য রেঙ্গুন যান এবং আমাদের আঞ্জুমান হলে গিয়া বয়াৎ ফর্ম্মে দস্তখত করেন। অতঃপর তিনি আমাদের মোবাল্লেগ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া Bassein আসেন।

বর্ম্মা Provincial Anjumanএর Secretary সাহেবের পত্র পাইয়া মৌলবী আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেবও মৌলবী সাহেবের সঙ্গে যোগদান করিতে Upper Burmaর টুর বন্ধ রাখিয়া Bassein চলিয়া যান।

গত সপ্তাহে উকিল সাহেবের স্ত্রী, কন্যা এবং অন্য একজন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। Basseinএ এখন খুব বিরুদ্ধাচরণ চলিতেছে, কাজেই Public meeting হইতেছে না। গত সপ্তাহে উকিল সাহেবের বাড়ীতে দুই দিন মিটিং হইয়াছে, তাহাতে মৌলবী সাহেব উর্দ্দুতে, উকিল সাহেব বর্ম্মায়, এবং সিকদার সাহেব বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের মধ্যে প্রত্যেক দেশীয় লোকই ছিলেন। দ্বিতীয় দিন সিকদার সাহেব যখন বক্তৃতা করেন, তখন জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আজ যে সব কথা বলিলেন এসব কথা আমার জীবনে আর শুনি নাই"। মিটিং শেষে প্রত্যেক ভাষার কিছু লিটারেচার বিতরণ করা হইয়াছে।

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা আমাদের বর্ম্মার ভ্রাতাগণকে দ্বীনের খেদমতের তৌফিক দেন এবং তথায় সিলসিলার আরো প্রসার হয়।

বাঁকুড়া—বাঁকুড়া হইতে মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি-এ জানাইয়াছেন যে, তথায় মৌলবী মোহাম্মদ হানীফ কোরেশী সাইকেল টুরিষ্ট সাহেবের সাহায্যে বেশ তবলীগ হইয়াছে। তিনি তথাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটও সরকারী উকীল প্রমুখ ছয় জন

উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে ইসলামের আহ্বান পৌছাইয়াছেন। 'তবলীগের' উদ্দেশ্যে তিনি বড় বড় অক্ষরে তবলীগী চারিটি চার্ট—দুইটি বংলায় ও দুইটি ইংরাজী ভাষায়—প্রস্তত করিয়াছেন। চার্ট চারিটির আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে—"হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষা" "যুদ্ধ ও ভূমিকম্প সম্পর্কে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী" "ইসলামের দশটি বৈশিষ্ট" ও "হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী"। এই চার্টগুলির সাহায্যে খোদাতা'লার ফজলে তবলীগ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি মসজিদ এবং গির্জ্জায় গিয়া বহু লোককে তবলীগ করিয়াছেন। স্কুল, কলেজ ও বাজারে আপন তবলীগী সাইকেল লইয়া সকল ধর্ম্মের পাঁচ সহস্রাধিক লোককে আহমদীয়তের সংবাদ পৌছাইয়াছেন। স্থানীয় আহমদিগণও কোরেশী সাহেবের সহিত তবলীগ কার্য্যে যোগদান করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন! আল্‌হাম-দুলিল্লাহ।

বাজিতপুর—বাজিতপুর হইতে মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব, মোবাল্লেগ সদর আঞ্জোমন আহমদীয়া, জানাইয়াছেন যে, প্রেমারচর ও তদঞ্চলের কোন কোন গ্রামে তবলীগ করার ফলে খোদাতালার ফজলে তথায় আরো চারিজন লোক বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। আঠার দিন প্রেমারচর থাকার পর তিনি তাতারকান্দি, বাহেরনগর, তেরগাতী, নাগের-গাও, পাইকসা, চাঁদপুর, কান্দাইল, গুনধর ইত্যাদি গ্রামে তবলীগী দোড়া করিয়াছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর বাজিতপুর উকীল-লাইব্রেরীতে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। খোদাতা'লার ফজলে তদঞ্চলে তাঁহার দোড়া ও বক্তৃতার ভাল প্রভাব পড়িয়াছে।

কৃষ্ণনগর—দেবীপুর (কৃষ্ণনগর) হইতে মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব, মোবাল্লেগ, জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি তিনি দেবীপুর, হাসাডাঙ্গা ও কৃষ্ণনগরে তবলীগ করিয়াছেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন যে, তদঞ্চলে ১৫ই 'সাবান' তারিখে 'ফাতেহা' উৎসব করার প্রথা ছিল। এবার তাঁহার প্রচেষ্টায় 'ফাতেহা' উৎসবের স্থলে 'দরুদ মিসিল' করা হয়। সকলে মিলিয়া 'দরূদ' পড়িতে পড়িতে সমস্ত গ্রাম ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মসজিদে আসিয়া দোয়া করেন। মোখালেফ পার্টির লোকও ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

সুমাত্রা—সুমাত্রায় মৌলবী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব রীতিমত তবলীগ করিতেছেন। খোদাতা'লার ফজলে ইদানিং তথায় পাঁচ জন লোক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

চীন—হংকং হইতে মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব মোজাহেদ জানাইয়াছেন যে, তিনি তথায় ব্যক্তিগত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ দ্বারা তবলীগ করা ছাড়া লিটারেচারের সাহায্যেও তবলীগ করিতেছেন। বর্ত্তমানে সেঠ আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্‌দীন সাহেব প্রণীত "Imam of the Age" পুস্তিকাখানার চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Teachings of Islame" এর অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। খোদাতা'লার ফজলে উত্তম ফল প্রসূত হইতেছে।

পটুয়াখালী—কাউনিয়া (পটুয়াখালী) নিবসী ডাঃ তোফায়েল আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি সম্প্রতি পদব্রজে ও ষ্টীমারে এক দীর্ঘ টুর করিয়া বহু লোককে তবলীগ করেন। কাউনিয়া হইতে রওয়ানা হইয়া বদলিখালী, ঝালকাটি, বরিশাল ও পটুয়াখালী হইয়া এই টুর সম্পাদন করেন। ফলে খোদাতা'লার ফজলে বহু হিন্দু-মোসলমান ভ্রাতা আহমদীয়া সিলসিলা সম্বন্ধে অবগত হইয়া এ বিষয়ে সবিস্তার জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। উৎসুক ব্যক্তিগণকে তিনি কিছু হ্যাণ্ডবিল দিয়াছেন এবং সবিস্তার জানিবার ঠিকানা জানাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা—দারুৎ-তবলীগে প্রত্যহ প্রাতঃকালে কোরান করীমের এবং একদিন 'তাজকেরা' গ্রন্থের 'দারস্' (discourse) হয়। মৌলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব এই 'দারস্' দিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা আঞ্জোমন কর্ত্তৃক কলিকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরী ও রিডিং-রুমে মাসিক "আহ্‌মদী" ও সাপ্তাহিক "সানরাইজ" পত্রিকাদ্বয় সরবাহ করা হইতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের সকল তবলীগী প্রচেষ্টাকে জয় যুক্ত করুন—আমীন!

খোদ্দামুল-আহমদীয়া

ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত সমিতির মেম্বরগণ ১৭টী গ্রামে ২২ জন লোককে তবলীগ করিয়াছেন, বিভিন্ন গ্রামে ৫টি বিধবার ও ১২ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, ৮ জন লোককে নামাজের জন্য তাকীদ করিয়াছেন,

জনৈক গয়ের-আহমদী ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাহায্য করিয়াছেন, ঘাটুরা গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লাগিলে অগ্নি-নির্ব্বাপণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, উক্ত গ্রামে ১৪ জন বালককে কোরান-পাঠ শিক্ষা দিতেছেন, সম্প্রতি ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়াতে এক মজলিসে-শুরার অধিবেশন হইলে, খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ উক্ত সভায় চল্লিশ জন সভ্যের আহারাদি প্রস্তুত, পরিবেশন ইত্যাদি যাবতীয় অতিথি-পরিচর্য্যার কাজ সানন্দে সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নবী-দিবসের মিটিংএ-ও তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে জাজায়ে-খায়ের দান করুন এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-স্পৃহা ও কর্ম্ম ক্ষমতা আরো বর্দ্ধিত করুন—আমীন।

কলিকাতা—খোদাতা'লার ফজলে কলিকাতায়ও **খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া সমিতি** গঠিত হইয়াছে। মীরজা জাফর আহমদ সাহেব বার-এট্‌-ল ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বহু যুবক ইহার মেম্বর হইয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করুন।

বাঁকুড়ায় নবী-দিবস

বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে বাঁকুড়া ডিষ্ট্রীক্ট জজ কোর্টের রেকর্ড-কিপার বাবু চণ্ডিচরণ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মৌলবী মোহাম্মদ হানীফ সাহেব কোরেশী সাইকেল-টোরিষ্ট সুললিত স্বরে কোরান পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জীবন-চরিত আলোচনা করেন। সভায় বহু হিন্দু মোসলমান ভদ্রলোক যোগদান করেন এবং সকলই কোরেশী সাহেবের বক্তৃতার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। সভা-শেষে প্রায় ৪০০ বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়।

কাদিয়ানে 'তারাভি' নামাজ ও কোরান পাঠ

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে কাদিয়ানে বিভিন্ন মস্‌জিদে 'তারাভি' নামাজের ও কোরান-পাঠের নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

মস্‌জিদের নাম	হাফেজের নাম	সময়
মস্‌জিদ-মোবারক	হাফেজ করম এলাহী সাহেব	শেষ রাত্রি
মস্‌জিদ-আক্‌সা	„ মোহাম্মদ রমজান সাহেব, মৌলভী ফাজেল	আগ-রাত্রি
মস্‌জিদ দারুর্‌হ্‌মত	হাফেজ সুফী গোলাম মোহাম্মদ বি-এ	„
মস্‌জিদ-দারুল-ফজল	„ শফিক আহ্‌মদ সাহেব	„
মস্‌জিদ-নুর	„ এনায়েত উল্লাহ্‌ সাহেব	„
মস্‌জিদ-দারুল-বরকাত	„ কুদরত উল্লাহ্‌ সাহেব	„
মস্‌জিদ-দারুল-আনোয়ার	„ সাহেব জাদা মীরজা নাসের আহম্মদ সাহেব, মৌলবী ফাজেল, বি-এ (অক্সন	„
মস্‌জিদ-দারুল-ফতোহ্‌	„ করম এলাহী সাহেব	„
মস্‌জিদ-নাসেরাবাদ	„ বশীর আহমদ সাহেব	„
মস্‌জিদ-ফজল	„ ফজলদীন সাহেব	„

এতদ্ব্যতীত নাজের-তালীম-তরবীয়ত কর্ত্তৃক প্রত্যহ কোরানের 'দরস' দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তাহরীক-জদীদ

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত :—

হকীম আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা—	৫৲	(৫ম বর্ষ)
মৌলবী জয়নাল হুসেন খান সাহেব, দেবগ্রাম—	৫৶০	„
মৌলবী মোহাম্মদ আমীর সাহেব, ডিব্রুগড়—	॥০	„
মোসাম্মত মেহেরুন্নেসা বেগম— „	১৲	„
মৌলবী আবদুল জব্বার সাহেব, বাজিতপুর—	৫।০	„
মৌলবী মোহম্মদ সাহেব বি-এ, বাঁকুড়া--	৪৲	„
মাষ্টার আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, রাজসাহী—	৭৲	„
খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী—	১৬॥০	„
তদীয় পরিবারবর্গ—	৭॥০	„
মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব, সাবরেজিষ্ট্রার, কাজলাঘর	৯৸৶০	„

জুবিলী ফাণ্ড

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত :—

পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মোট চাঁদা—	২৮৫৬॥৬
মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব, সাবরেজিষ্ট্রার, কাজলাঘর—	৭৮৲
* খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, বগুড়া—	৬৫৲
মিসেস আবদুল হাদী, নোয়াখালী—	২৲
মৌলবী বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব, বি-এল, রঙ্গপুর—	৫৲
„ আবদুর রাহমান খাঁ বি-এল, ঢাকা—	১০৲
মুন্সি আবদুল গনি সাহেব, আহমদীপাড়া—	৯৲
সর্ব্বমোট—	৩০২৫॥৬

* তিনি তাঁহার ওয়াদাকৃত এক মাসের বেতন মং ৫২৲ টাকা সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছেন এবং ওয়াদার উপরও আরো ১৩৲ শুব্‌রিয়া স্বরূপ আদায় করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জাজায়ে-খায়ের দান করুন—আমীন।—নঃ আঃ।

নিখিল বঙ্গ আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বর্ত্তমান মাসের ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে তারিখ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল আহমদী প্রাঙ্গনে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। খোদাতা'লার ফজলে অন্যান্য বৎসর হইতে এবারকার 'জলসা' অধিকতর সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে—আল্‌হামদুলিল্লাহ !

মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া বরিশাল, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্ত্তী জেলা হইতে আহমদী ভ্রাতাগণ জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন। জলসার কর্ম্মিগণও এবার খোদাতা'লার ফজলে অধিকতর মনোযোগ ও আবেগ সহকারে এবং অধিকতর পারিপাট্য ও শৃঙ্খলার সহিত জলসার যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। জাজাহুমুল্লাহ আহসানুল-জাজা !

ময়মনসিংহ জিলা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আবুল হুসেন খান সাহেব, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

প্রত্যেক দিবসের প্রত্যেক অধিবেশনেই কোরান পাঠের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম দিবস প্রথম অধিবেশনে কোরান পাঠের পর মাননীয় প্রাদেশিক আমীর মহোদয় এক দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান ও দোয়া করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। এই অভিভাষণে তিনি জমাতকে আদর্শ আহমদী সাজিতে এবং নিজ নিজ কর্ম্ম-জীবন ও চরিত্রে আহমদীয়তের উচ্চাদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে জমাতকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নেজাম—অর্থাৎ 'descipline'—বা নিয়মানুবর্ত্তীতা, অজ্ঞানুবর্ত্তীতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দেন এবং ইহাকেই জমা'তের কৃতকার্য্যতার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর তিনি খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) খেদমতে পেশ করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে লিখিত একটি "Address" বা অভিভাষণ পাঠ করিয়া শুনান এবং সভাস্থ সকল ভ্রাতৃবৃন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করেন।

অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি loyalty (রাজ-ভক্তি) জ্ঞাপন করিয়া এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মতি জানাইয়া বাংলার আহমদীগণের পক্ষ হইতে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভারত গবর্ণমেন্ট Regular Force বেতন ভোগী সৈন্যদল বা টেরিটরিয়েল ফোর্সে আহমদী যুবকগণ যোগদান করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আহমদীয়া জমাতের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া আহমদী যুবকগণকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বাঙ্গালী যুবকদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করেন। তাহাও সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

কনফারেন্সে মৌলবী তালেব হুসেন সাহেব মৌলবী-ফাজেল মৌলবী আমীনুর রহমান সাহেব বি-এল, মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, মৌলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব মৌলবী-ফাজেল, খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব বি-এল, মৌলবী মীর রফীক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি, মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব ও মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব বি-এল, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় সবিস্তার ইনশা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কনফারেন্সের তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে ৮টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মহিলা অধিবেশন হয়। আমাদের মরহুম প্রাদেশিক আমীর—প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেবের দ্বিতীয়া বিধবা পত্নী—সৈয়দা আজীজুন্নেছা সাহেবা সভা-নেতৃত্ব করেন।

কনফারেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস প্রাতে ও রাত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে জমাতের ভাবী কর্ম্ম-পন্থা সম্বন্ধে গুরু প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়; তাহা ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ফৌজে ভর্ত্তি হইবার নিয়ম

ভারতীয় ফৌজে ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে ফৌজে ভর্ত্তি করা বিভাগের কর্ত্তা এডজুটাণ্ট জেনারেল লেফটেনেণ্ট জেনারেল সার রোজার উইলসন বাহাদুরের ১১ই অক্টোবর তারিখের বেতারবাণীর সংক্ষিপ্ত সার—

"বর্ত্তমানে Regular Army বা স্থায়ী সৈনিক বিভাগের জন্য মাত্র ২৫০০০ লোক নূতন ভর্ত্তি করা হইবে। যে সকল প্রদেশ বা যে সকল সম্প্রদায় হইতে সাধারণতঃ লোক ভর্ত্তি করা হয় সেই সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায় হইতেই এই সকল লোক সংগ্রহ করা হইবে।

এতদ্ব্যতিরেকে যে সকল প্রদেশ হইতে বা যে সকল সম্প্রদায় হইতে সাধারণতঃ ফৌজে লোক ভর্ত্তি করা হয় না তাহাদিগের অধিবাসিগণকেও আগামিতে ফৌজের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে Teritorial units এ ভর্ত্তি করা হইবে। এই সকল লোকগণকে ভর্ত্তি হওয়ার পর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ট্রেনিং (শিক্ষা) দেওয়া হইবে এবং তৎপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পরে আবশ্যক দৃষ্টে সময়ান্তরে তাহাদিগকে পুনরায় ট্রেনিংএর জন্য আহ্বান করা হইবে।"

অতএব বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণ শেষোক্ত Teritorial unitএ ভর্ত্তি হইবার জন্য সত্বর আমাকে পত্র লিখুন।

আমার, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন:—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বর বিকার হয়, মূর্চ্ছা যায়। এমন ব্যধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্‌-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।: মূল্য ৫ ডজন ॥/০

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৶০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Fahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).